পর্বত সমুদ্রে ডুবে যেতে যাচ্ছিল। তখন তিনি কূর্ম বা কচ্ছপের রূপ ধারণ করে পর্বতের ওজন বহন করেছিলেন। বরাহ বা শূকর বিষ্ণুর তৃতীয় অবতার। এই অবতার সকল লেতিবাচক শক্তিকে পরাস্ত করে থাকে। বিষ্ণুর চতুর্থ অবতার নৃসিংহ। ইনি পরাক্রম এবং মঙ্গল ইচ্ছা শক্তির প্রতীক। বিষ্ণুদেবের পঞ্চম অবতারের নাম বামন, যাকে দেবগুরু বৃহস্পতির প্রতীক রূপ হিসাবে মান্য করা হয়। পরশুরাম বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার। এই অবতারের মাধ্যমে অসুরদের গুরু শুক্রের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছিল। বিষ্ণুর সপ্তম অবতার শ্রীরামচন্দ্র। রাম ন্যায় ও সত্যের প্রতীক। কৃষ্ণ বিষ্ণুর অষ্টম অবতার, তিনি জগতের সকল পাপ মোচন করে শুভফল দান করেন। বিষ্ণুর নবম অবতার বুদ্ধ, তিনি যুক্তি এবং জ্ঞানের প্রতীক। সর্বশেষ কল্কি অবতার, ভগবান বিষ্ণুর দশম অবতার। বলা হয়, ঘরে-ঘরে কৃষ্ণ নাম প্রচার করে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু কল্কি অবতারকে সার্থক করেছেন।

৪...

পৃথিবীতে ভগবান কৃষ্ণের কর্মকাণ্ড নিয়ে মহাকাব্য মহাভারত রচিত হয়েছে। মহাভারত হলো সংস্কৃত ভাষায় রচিত প্রাচীন ভারতের দু'টি প্রধান মহাকাব্যের অন্যতম। অন্যটি রামায়ণ। বাংলায় মহাভারতের বিশালতা সম্পর্কে একটি প্রচলিত প্রবাদ রয়েছে, 'যা নেই মহাভারতে, তা নেই ভারতে'। পুরাণ অনুসারে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে শ্রীবিষ্ণুর অষ্টম অবতার শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে তাঁর আবির্ভাব তিথি শুভ জন্মাষ্টমী নামে ঘরে ঘরে উদ্‌যাপিত হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব কাহিনির একদিকে আছে ভক্তি ও প্রেম, অন্যদিকে ধর্মযুদ্ধ।

মহাভারতে বলা হয়েছে, বিদর্ভ অধিপতি আহুকের পুত্রসন্তান দেবক ও উগ্রসেন। পিতা উগ্রসেনকে বন্দী করে কংস মথুরার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। এদিকে দেবকের কন্যা ভগ্নি দেবকীর বিবাহের আয়োজকও ছিলেন তিনি। যদুবংশ কুলপতি শূরসেনের পুত্র বসুদেবের সাথে তিনি ভগ্নি দেবকীর বিবাহ দেন। কিন্তু বিবাহের পরপরই কংসের উদ্দেশ্যে দৈববাণী হয় যে, এই ভগ্নির সন্তানের হাতেই কংসের মৃত্যু হবে। এতে কংস মহা ক্ষুব্ধ হন। তিনি সেই মুহূর্তেই ভগ্নি দেবকীকে হত্যার জন্য তরবারি বের করেন। কিন্তু বসুদেব কংসকে কথা দেন, তাঁদের সন্তান ভূমিষ্ট হওয়া মাত্র তাকে কংসের হাতে তুলে দেয়া হবে। এতেও কংস নিশ্চিন্ত হতে পারেন না। শেষপর্যন্ত দেবকী ও বসুদেবকে কংসের কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। এরপর থেকে কারা প্রকোষ্ঠে দেবকী যতোবার সন্তান প্রসব করেন ততোবারই কংস নিজ হাতে তাকে হত্যা করেন। এভাবেই দিনের পর দিন চলতে থাকে। অবশেষে আসে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। আসে ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথি। প্রচণ্ড ঝড়-জলের একটি দুর্যোগময় দিনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জন্ম নিয়েছিলেন। অর্ধরাত্রিকাল সময় আকাশে রোহিণী নক্ষত্র জ্বলে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি মাতা যেন তাঁর ভাণ্ডার উন্মোচন করে দিলেন। চারদিকে এক দিব্যজ্যোতির আলো ছড়িয়ে পড়লো। বনের পশু-পাখি, বৃক্ষ-লতা প্রত্যেকেই যেন নিজ নিজ আনন্দে উদ্ভাসিত হলো। নদী ও সাগরে উঠলো জলতরঙ্গের প্রবল জোয়ার। চারদিকে কেবল আনন্দ আর আনন্দ। এই শুভ মুহূর্তে বসুদেব তখন চতুর্ভুজ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী সুন্দর আকৃতি ও তেজঃপুঞ্জ কলেবর সেই নবজাতককে দেখতে পেলেন। মনে মনে ভাবলেন ভগবান তাঁর পুত্ররূপ নিয়ে জন্ম নিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ও দেবকী ভগবানের স্তব করতে আরম্ভ করলেন।

এর পরপরই দেবকীর কোল আলো করে কৃষ্ণের জন্ম হয়। কংসের হাত থেকে শিশু কৃষ্ণকে রক্ষা করতে স্বয়ং বিষ্ণু কংসের কারাগৃহে উপস্থিত হয়ে দেবকী ও বসুদেবকে দর্শন দেন। তিনি তাঁদের পূর্বজন্মের তপস্যা সম্পর্কে দেবকী ও বসুদেবকে স্মরণ করিয়ে দেন। পূর্বজন্মের তপস্যার পুণ্যফলের জন্যই দেবকী ও বসুদেবের কাছে তিন বার অবতার হয়ে তিনি জন্মলাভের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। বিষ্ণু দেবকীকে জানালেন যে, প্রথম জন্মে বৃশ্নীগর্ভ নামে এক পুত্র হয়েছিলেন। দ্বিতীয় জন্মে দেবকী যখন দেবমাতা অদিতি ছিলেন, তখন বিষ্ণু ছিলেন তাঁর পুত্র উপেন্দ্র। তিনিই বামন অবতারে রাজা বলিকে উদ্ধার করেন। এরপর তৃতীয় জন্মে তিনি দেবকীর পুত্র কৃষ্ণ হিসেবে জন্মগ্রহণ করে তাঁর পূর্ব প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলেন।

এরপর কারা প্রকোষ্ঠে দেবী মহামায়ার আবির্ভাব ঘটে। তিনি শিশু কৃষ্ণকে বৃন্দাবনে নন্দ ঘোষ ও যশোমতীর কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য বসুদেবকে পরামর্শ দেন। বসুদেব প্রশ্ন করেন, এই ঝড়-জলের দুর্যোগময় রাতে কারাগারের কঠিন প্রহরা ভেদ করে কীভাবে তিনি বাইরে যাবেন? মহামায়া বললেন, তাঁর মায়ায় সবই সম্ভব। মহামায়ার মায়ার প্রভাবে কারাগারের তালা খুলে গেলো। কারা-প্রহরীরা অচেতন হয়ে পড়লো। প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টির রাতে প্রমত্তা যমুনা বসুদেবের জন্য পথ রচনা করে দিলো। শিশুকৃষ্ণ যাতে বৃষ্টিতে ভিজে কষ্ট না পায়, সেজন্য পঞ্চনাগ বসুদেবের মাথার ওপর ছাতার মতো ফণা মেলে ধরলো। বৃন্দাবনে যশোদা ও নন্দের ঘরে শিশু কৃষ্ণকে রেখে বসুদেব নন্দ-যশোদার শিশুকন্যা যোগমায়াকে নিয়ে এলেন। পরদিন দেবকীর সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার খবর পেয়ে কংস যথারীতি ছুটে এলেন কারাগৃহে। প্রতিবারের মতো এবারও মায়ের কোল থেকে শিশু সন্তানকে ছিনিয়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন দূরে। কিন্তু শিশুসন্তান যোগমায়া দেবী মহামায়ার প্রতিরূপ। সেই শিশুকন্যা কংসের হাত থেকে মুক্ত হয়ে অষ্টভুজা দেবী মূর্তি ধারণ করলেন। তাঁর আট হাতে ধনু, শূল, বান, চর্ম, অসি, শঙ্খ, চক্র ও গদা। তিনি কংসকে বললেন, 'তোমারে বধিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে'।

এরপর ছেলেবেলা থেকেই জনকল্যাণে শিশু কৃষ্ণের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড শুরু হয়। কারণ তাঁর আবির্ভাব সম্পর্কে তিনি নিজেই শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতায় বলেছেন–

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

এর অর্থ হচ্ছে, যখনই পৃথিবীতে ধর্মের গ্লানি

ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন তিনি নিজেকে সৃষ্টি করেন। দুষ্টের বিনাশ, শিষ্টের পালন এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হন।

৫...

ভগবান কৃষ্ণকে পরম পুরুষ আর রাধাকে পরমা প্রকৃতি হিসেবে কল্পনা করা হয়। সংস্কৃতে 'রাধা' শব্দের অন্যতম অর্থ শক্তি ও সৌভাগ্যদায়িনী। তিনি প্রেম, কোমলতা, করুণা ও ভক্তির দেবী হিসাবে পূজিত হন। তিনি দেবী লক্ষ্মীর অবতার। তাঁকে পরম স্রষ্টা শ্রীকৃষ্ণের শাশ্বত সঙ্গী হিসেবেও কল্পনা করা হয়। বলা হয়, কৃষ্ণের সকল অবতারে রাধা তাঁর সাথে ছিলেন। এজন্য জগৎসংসার কৃষ্ণ-সঙ্গ লাভের আশায় নিজেকে রাধা রূপে কল্পনা করে। মনে রাধার মতো ভক্তি ও প্রেম থাকলেই কৃষ্ণ লাভ করা সম্ভব। এদিকে 'কৃষ্ণ' শব্দটি 'কৃষ' এবং 'ণ' দু-টি মূল থেকে উৎপন্ন। 'কৃষ' শব্দের অর্থ কর্ষণ করা। শব্দটি 'ভূ' অর্থাৎ পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। 'ণ' শব্দটিকে নিবৃত্তি মনে করা হয়। তাই সব দিক থেকে কৃষ্ণ শব্দের অর্থ আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। গোপাল অর্থাৎ গো-সম্পদ পালনকারী। গো-সম্পদ আমাদের কৃষিনির্ভর জীবনের সাথে জড়িত। গোকুলে রাখাল বালকদের প্রিয়জন ছিলেন গোপাল। কৃষ্ণের জন্মভূমি মথুরা ধাম সনাতন ধর্মাবলম্বীদের কাছে একটি অত্যন্ত পবিত্র তীর্থস্থান। সেখানে দেখার মতো অনেক মন্দির রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান মথুরাকে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা পবিত্র ও পুণ্য তীর্থস্থান মনে করেন। বৌদ্ধদের কাছেও মথুরা একটি বিশিষ্ট জনপদ। এখানেই রাজকুমার উপগুপ্ত বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন এবং পরবর্তীকালে সম্রাট অশোককে মথুরাতেই বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা দেন। মথুরা নগরীতে বহু দর্শনীয় স্থান রয়েছে। প্রতিবছর সেখানে জাঁকজমকসহ হোলি ও জন্মাষ্টমী উৎসব উদ্‌যাপিত হয়।

মহাভারতে বর্ণিত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ একটি ধর্মযুদ্ধ। এই যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠলে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের রথের সারথির ভূমিকা পালন করেন। ধর্মযুদ্ধ হিসেবে অস্ত্র না ধরলেও এই যুদ্ধে তাঁর উপস্থিতির বিশেষ প্রয়োজন ছিল। বলা যায়, এই যুদ্ধের নেপথ্য নায়ক ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর পরামর্শেই পাণ্ডবরা কৌরবদের পরাজিত করতে সমর্থ হয়েছিল। কেননা যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন উপলব্ধি করলেন, যুদ্ধে প্রতিপক্ষ সবাই তাঁরা স্বজন। তিনি তখন যুদ্ধের ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তখন অর্জুনের মোহ ভঙ্গ করে কৃষ্ণ অর্জুনকে সেই ধর্মযুদ্ধের প্রয়োজন সম্পর্কে উপদেশ দেন। কৃষ্ণের উপদেশে মুগ্ধ হয়ে অর্জুন যুদ্ধের অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিলেন।

কৃষ্ণের আর এক নাম জগন্নাথ। তিনি নীলমাধব নামেও পূজিত হন। ভারতের উড়িষ্যা রাজ্যে পুরীর পূর্ব সমুদ্র সৈকতে রয়েছে জগন্নাথ দেবের বিশাল মন্দির। তাঁকে বলরাম বা বলভদ্র ও সুভদ্রার সঙ্গে পূজা করা হয়। কলিঙ্গ স্থাপত্যশৈলীতে নির্মিত এই মন্দিরটি শ্রীমন্দির নামে পরিচিত। মন্দিরের শীর্ষে রয়েছে একটি সুউচ্চ শিখর বা চূড়া। জগন্নাথ দেবের সবচেয়ে বিখ্যাত ও বড় উৎসবটি হলো রথযাত্রা। এই উৎসবের সময় জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্তি মূল মন্দিরের গর্ভগৃহ থেকে বের করে নবনির্মিত কাঠের তিনটি বিরাট রথে করে প্রায় ৩ কিলোমিটার দূরে গুন্ডিচা মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়। ভক্তরাই এই রথগুলি টেনে নিয়ে যান। উৎসবের আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে ভক্ত নারী-পুরুষ।

৬...

এদিকে বাংলাদেশেও জাঁকজমক সহকারে প্রতিবছর রথযাত্রা এবং জন্মাষ্টমী উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে বিরাট আনন্দ শোভাযাত্রা বের করা হয়। ইতিহাসের বইপত্র সাক্ষ্য দেয় যে, ঢাকার সবচেয়ে পুরোনো সামাজিক উৎসবগুলোর একটি হলো ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথির এই জন্মাষ্টমীর শোভাযাত্রা। কৃষ্ণের জন্মোৎসবের এই মিছিল ঢাকায় শুরু হয়েছিল ১৬ শতকের মধ্যভাগে। অর্থাৎ ঢাকা মোগল রাজধানী হওয়ারও ৫৫ বছর আগে থেকে এই উৎসবের প্রচলন। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মুনতাসীর মামুন ইতিহাসবিদ ভুবনমোহন বসাককে উদ্ধৃত করে বলেছেন, ১৫৫৫ সালে বংশালের এক সাধু প্রথমে শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী মিছিলের আয়োজন করেছিলেন। সেই সাধুর উৎসাহেই পরে কৃষ্ণের জন্মতিথিতে মিছিল করার অনুমতি মেলে। ১৫৬৫ সালে জন্মাষ্টমীর নন্দোৎসবের সময় প্রথমবার জাঁকজমকের সঙ্গে মিছিল বের করা হয়। ঢাকার তৎকালীন মুসলমানেরা এই মিছিলকে বলতো 'বারো গোপালের মিছিল'।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পরও দুই বছর বহু প্রতিবন্ধকতার মধ্যে এই মিছিলের আয়োজন করা হয়েছে। কিন্তু ১৯৫০ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর ঢাকার ঐতিহাসিক মিছিলটি বন্ধ হয়ে যায়। মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটি ১৯৮৯ সালের ২৪ আগস্ট ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উৎসবের দিন ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির মেলাঙ্গন থেকে হারিয়ে যাওয়া ঢাকার ঐতিহাসিক জন্মাষ্টমী মিছিলটি একই আঙ্গিকে আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। উল্লেখ্য, ব্রিটিশ আমলে ঢাকার মেয়র এই ঐতিহাসিক জন্মাষ্টমী মিছিল উদ্বোধন করতেন। সেই ঐতিহ্যকে ধারণ করে ১৯৮৯ সাল থেকে ঢাকার নির্বাচিত মেয়র মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে জন্মাষ্টমী মিছিলের উদ্বোধন করেন। ১৫৫৫ সাল থেকে শুরু হওয়া সাড়ে চারশো বছরেরও বেশি সময় ধরে বর্ণাঢ্য জন্মাষ্টমী মিছিলের আয়োজক ঢাকার হিন্দু সম্প্রদায় হলেও ঐতিহাসিক সত্য হচ্ছে, ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠী নির্বিশেষে এই মিছিলটি ঢাকাবাসীর ঐতিহ্যের অংশ।

তথ্যসূত্র

১ মলয়চন্দন মুখোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণ, ২৭ আগস্ট ২০২১, দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা
২ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ, ৬ষ্ঠ অধ্যায় : ৯
৩ শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা, জ্ঞানযোগ : ৬
৪ ভগবান বিষ্ণুর দশ অবতার এবং নবগ্রহ, জুন ২০২০,
৫ আনন্দবাজার পত্রিকা অনলাইন, কলকাতা
৬ শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা, জ্ঞানযোগ : ৭-৮

লেখক: গবেষক ও প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতা

খুঁজছি আমি শ্যামলিকেই

জহীর হায়দার

দুঃসহ পাথুরে নিরবতার
নিঃসঙ্গ এ জীবনে শুধু,
বহুদিন ধ'রেই খুঁজছি আমি
অদ্ভুত সেই জল-দৃষ্টির
মুক্ত প্রাণের শ্যামলিকেই:
এবং
অবরুদ্ধ জীবনের
সকরুণ এই নিভৃতে থেকে
নিশ্চুপ উদয়াস্তের
অসম্ভব এই
নির্জন সবুজে দাঁড়িয়ে
এ-ও আমি জেনেছি যে,
রক্তিম লাবণ্যের
গোপন সৌরভে ভরা মানবীর
ওই মুগ্ধতার আঙিনায়:
ওর চেয়ে ভালো কেউ আর
নেই এ পৃথিবীতে---

উপহার

বাশরী মহন দাস

তুমি যদি স্বচ্ছ, একটি অনুভূতি উপহার দিতে
তোমাকে ভুলব না কখনো ভুলব না
গভীর রাতে যে আলপনা আঁকতে
সেটা মুছে গেছে কালের কালিমায়।
দীপশিখা এখন ও জ্বলে অনুর্বর উঠানে
শৈশব কৈশর সব গেছে চিরন্তন রীতিতে
এই মুহূর্তে একটি ফাগুন উপহার দিতে
ভুলব না কখনও তোমাকে।
স্বপ্ন, প্রেম, প্রার্থনা সবই তোমার জন্যে
একাধিক বসন্ত চলে গেছে সবুজ ছাড়িয়ে
এখন জলের শব্দ শুনলে গা কাঁটা দেয়
ঝড়ের কথা মনে পড়ে,
সে ঝড়ে তোমার চুল ভাঁসতে ভাঁসতে
লাশের গন্ধে মিশে গেছে
সেই মুহূর্তে একটি হাত তুমি যদি উপহার দিতে
তোমার চিবুক ধরে তাজমহলকে ডেকে নিতাম।
তুমি যদি একটি রঙ্গিন চোখ উপহার দিতে
আজন্ম পাপের বোঝা নামিয়ে
বাহু বন্ধ আপন হতে।
তুমি এই শরতের শিশিরের মধ্যে
একটি শারদীয় মুখ উপহার দিতে
আজন্ম বুকের সিঁথিতে আবির ছড়ানো
উৎসবে মেতে উঠতে, সেই সাথে আমার আমিকে
পাঁজর পাশে সমাধি ঘুমে রেখে দিয়েছি।
তুমি একটি বার ইতিহাস খুলে দেখ
একটি বার মাটি ঘুড়ে দেখ
একটি বার হৃদয় দিয়ে দেখ
আমার আমি কে রক্ত বর্ষায়
কেমন রেখেছি।

এক জোরা চক্ষু

ফজলুল হক সিদ্দিকী

এক জোরা বিদগ্ধ চক্ষু -
পানকৌড়ির সাথে ডুব দিল উষ্ণ কাপে
গোধূলির পাশাপাশি
দুঃস্বপ্নেরা জানে না দীর্ঘ অন্ধকারের কানাকানি
মরাবাড়ীতে এক বৈষ্ণবী দু-চোখের অন্তীতে
টুকরো-টুকরো যন্ত্রণায় ছড়িয়ে গেল-
শারদীয় বৃষ্টির সার্বজনীন নূপুর-
শিউলীর উঠোনজুড়ে-ঘুরে-ঘুরে
নীলমরুর নিঃসঙ্গ ভাগ্য রেখায়।

গণসম্প্রচারের ইতিবৃত্ত (১৯২২ থেকে ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ): বাংলাদেশ প্রেক্ষিত (৪র্থ পর্ব)

দেওয়ান মোহাম্মদ আহসান হাবীব

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে সরাসরি সম্প্রচার করার কথা ছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে তা কার্যকর করা যায়নি। সামরিক কর্তৃপক্ষ বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতা সরাসরি প্রচার না করার জন্য নিষেধাজ্ঞা জারী করেছিল। তাদের নির্দেশে রেসকোর্স ময়দান থেকে বেতার ভবনের সংযোগ কেটে দেয়া হয়েছিল। নিষেধাজ্ঞায় ক্ষুব্ধ হয়ে ময়দানে দায়িত্বরত ঢাকা বেতারের আঞ্চলিক পরিচালক আশরাফ-উজ-জামান চলে গিয়েছিলেন বক্তৃতা মঞ্চে। বঙ্গবন্ধুকে তিনি বলেছিলেন ওই নিষেধাজ্ঞার কথা। এমতাবস্থায় নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও রেসকোর্স ময়দানে কর্মরত ঢাকা বেতারের ওবি টিম বঙ্গবন্ধুর ভাষণটি রেকর্ড করে নিয়েছিলেন। নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি জানতে পেরে, বঙ্গবন্ধু তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় বলেছিলেন, "মনে রাখবেন কর্মচারীরা, রেডিও যদি আমাদের কথা না শোনে তাহলে কোন বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না। যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয়, তাহলে টেলিভিশনে যাবেন না।" বঙ্গবন্ধুর ভাষণ প্রচারে নিষেধাজ্ঞার প্রতিক্রিয়া হিসেবে ওই দিন বিকেলে সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী বেতার ভবন ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। অনুষ্ঠান প্রচার সেই রাতে সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এই ধরণের ঘটনা বেতারের ইতিহাসে প্রথম। পশ্চিম পাকিস্তানে এবং সামরিক শাসকদের মাঝে এর প্রতিক্রিয়া হয়েছিল মারাত্মক। সবার ধারণা হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ফলশ্রুতিতে, বঙ্গবন্ধুর রেকর্ডকৃত ভাষণ বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচার করা হবে, এই শর্তে সামরিক কর্তৃপক্ষ বেতার কর্তৃপক্ষের সাথে সমঝোতায় উপনীত হলে পরদিন সকালে পুনরায় ঢাকা কেন্দ্র চালু করা হয়েছিল এবং সকাল আনুমানিক ৮.৩০ মিনিটের দিকে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ মিডিয়াম ওয়েভে দেশব্যাপি প্রচার করা হয়েছিল।

৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের পর এ অঞ্চলের বেতার কেন্দ্রগুলোর ন্যায় ঢাকা টেলিভিশনের সকল অনুষ্ঠানেও বাঙালি উদ্দীপনা জোরদার হয়। এই সময়টিতে স্টেশন প্রডিউসার মুস্তাফা মনোয়ারের নেতৃত্বে প্রচারিত টেলিভিশনের সকল অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য প্রয়োজনীয় প্রেরণা ও সাহস যোগাবার কাজে অসামান্য অবদান রেখেছিল ঢাকা টেলিভিশন। ২৩শে মার্চ ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ ছিল পাকিস্তান দিবস। এই দিন বঙ্গবন্ধুর বাসভবনসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। শুধুমাত্র সেনানিবাস ব্যতিত ঢাকা শহর কিংবা পূর্ব পাকিস্তানের কোথাও এই দিন পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন করা হয়নি। পরিস্থিতির উদ্দীপনায় ঢাকা টেলিভিশনের কর্মীরাও স্থির করলেন, এই দিন টেলিভিশনের পর্দায় পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা দেখানো হবে না। অথচ সেদিন টেলিভিশনে পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা না দেখালে পাক সেনা বেষ্টিত ডিআইটি ভবন থেকে কাউকে বেরিয়ে আসতে দেয়া হবে না বলে সামরিক বাহিনী থেকে হুমকি দেয়া হয়েছিল। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজনাও বাড়তে থাকে। রাত সাড়ে নয়টায় অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণার সময় পার হয়ে যাওয়ার পরও ফাহমিদা খাতুনের কণ্ঠে, "আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি, তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী" গানটি প্রচার হতে থাকল। এই গানটি অনেকবার প্রচারের পর যখন রাত ১২টা বেজে ১ মিনিট তখন ঘোষিকা মাসুমা খাতুন ঘোষণা করলেন, "এখন সময় রাত ১২টা বেজে ১ মিনিট। আজ ২৪শে মার্চ ১৯৭১। আজকের অনুষ্ঠানের এখানেই সমাপ্তি।" ঢাকা টেলিভিশনের মুক্তিকামী কর্মীদের এই পদক্ষেপ ঢাকাবাসীদের সেদিন বিপুলভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল। পাকিস্তানের জাতীয় দিবসে পাকিস্তানের

জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীত বর্জনের যে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল তার রেশ ধরে ২৪শে মার্চ ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা টেলিভিশন থেকে কোনও অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়নি। ২৬শে মার্চ অক্রবার থেকে ঢাকা টিভি কেন্দ্র পাকিস্তান বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে চলে যায়।

হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৮২) সম্পাদিত, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র (৫ম খন্ড), তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা, পৃষ্ঠা: ৬৩৫-এ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অন্যতম সংগঠক বেলাল মোহাম্মদ লিখেছেন ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে ২৫শে মার্চ থেকে এ দেশের সকল বেতার কেন্দ্র থেকে "রেডিও পাকিস্তান" নাম ঘোষণাটি সম্পূর্ণ বর্জন করা হয়। এই দিন পূর্বাহ্নে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আহুত অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাবে প্রত্যেক আঞ্চলিক বেতার কেন্দ্র নিজ নিজ আঞ্চলিক নাম ঘোষণা শুরু করেছিল। যেমন: ঢাকা বেতার কেন্দ্র, চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র। পরবর্তী দিন ২৬শে মার্চ ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ বেলা ২টা বেজে ৭ মিনিটে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রের সম্প্রচার শুরু হয়। প্রথম অধিবেশনের স্থিতি ছিল প্রায় ৫ মিনিট। বাংলার জনগণের প্রতি দখলদার বাহিনীকে সর্বশক্তি দিয়ে রুখে দাড়ানোর উদাত্ত আহ্বান জানানো হয়। চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক জনাব এম এ হান্নান এই আহ্বান জানান। একই দিন সন্ধ্যা ৭টা ৪০ মিনিটে আবুল কাসেম সন্দ্বীপের কণ্ঠে প্রচারিত হলো, "স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে বলছি" (পরবর্তীতে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র)। সন্ধ্যার এই ট্রান্সমিশনটি চট্টগ্রামের কালুর ঘাট বেতার প্রেরণ কেন্দ্রের ইমার্জেন্সী স্টুডিও বুথ থেকে করা হয়েছিল। ৩০শে মার্চ পর্যন্ত এই স্থান থেকেই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র নিজস্ব সম্প্রচার কার্যক্রম চালু রাখে।

১৯৭১-এর ৩০শে মার্চ পাকিস্তান বিমান বাহিনী কালুরঘাট বেতার প্রেরণ কেন্দ্র লক্ষ্য করে ব্যাপক বোমা বর্ষণের কারণে কেন্দ্রটি অচল হয়ে যায়। ৩রা এপ্রিল ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের বাগাফায় একটি শর্টওয়েভ ট্রান্সমিটারের সাহায্যে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দ্বিতীয় পর্বের কাজ শুরু হয়। পরবর্তীকালে দশজনের একটি সম্প্রচার দল নিয়ে এই বেতার কেন্দ্র শালবাগান ও বাগাফা হয়ে বেলুনিয়া ফরেস্ট হিলস রোডে স্থানান্তরিত হয়। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রটির সংগঠনে মূল উদ্যোক্তা ছিলেন তৎকালীন রেডিও পাকিস্তানের ক্রিস্ট রাইটার ও গায়ক বেলাল মোহাম্মদ। তাঁর অন্য সহযোগীরা ছিলেন আবদুল্লাহ-আল-ফারুক, আবুল কাশেম সন্দ্বীপ, কাজী হাবিবউদ্দিন আহমেদ মনি, আমিনুর রহমান, রশিদুল হোসাইন, এ. এম. শারফুজ্জামান, রেজাউল করিম চৌধুরী, সৈয়দ আবদুস শাকের, মুস্তফা মনোয়ার হোসেন খান (অনু)।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণার আলোকে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদ দলের হাইকমান্ড সদস্যদের নিয়ে ১০ই এপ্রিল ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার গঠন করেন। এরপর বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ১০ই এপ্রিল রাতে তিনি ভাষণ দেন। ভাষণটি স্বাধীন বাংলা বেতারের গোপন কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়। তাঁর এই বেতার ভাষণ থেকেই সবাই জানতে পারেন, বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম পরিচালনার লক্ষ্যে একটি আইনানুগ সরকার গঠিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর অধীনস্ত দপ্তরসমূহ ছিল: প্রতিরক্ষা, ক্যাবিনেট ও সংস্থাপন, প্রেস, তথ্য, বেতার, ফিল্ম, আর্ট এন্ড ডিজাইন এবং পরিকল্পনা। ১৭ই এপ্রিল ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে মুজিব নগরে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের শপথ গ্রহণ ও আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশ ঘটে। এই দিন মুক্তিযুদ্ধের প্রচার জোরদার করার উদ্দেশ্যে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রকে নতুনভাবে সংগঠনের দায়িত্ব অর্পিত হয় টাঙ্গাইল থেকে ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ী মেম্বার অব ন্যাশনাল এসেম্বলি (এমএনএ) জনাব আবদুল মান্নান-এর উপর। তিনি প্রবাসী সরকারের তথ্য ও প্রচার বিষয়ে দায়িত্ব প্রাপ্ত (হেনচার্জ) ছিলেন। তথ্য ও প্রচার বিষয়ে প্রথম সচিব ছিলেন জনাব আবদুস সামাদ। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের প্রথম সচিব ছিলেন জনাব আনোয়ারুল হক খান।

প্রবাসী অস্থায়ী সরকার গঠিত হলে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ট্রান্সমিটার চেয়েছিলেন ভারত সরকারের কাছে। এ প্রসঙ্গে কী ধরণের সম্প্রচার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা দরকার, তার ধারণা নেয়ার জন্য পাকিস্তান টেলিভিশনের দুই শীর্ষস্থানীয় আধিকারিক জামিল চৌধুরী এবং মোস্তাফা মনোয়ারের কাছে একটি পরিকল্পনা প্রণয়নের অনুরোধ জানান হয়। "মুক্তি সংগ্রামে স্বাধীন বাংলা বেতার" গ্রন্থে কামাল লোহানীর বর্ণনা অনুসারে, টেলিভিশন টিম যে ধারণাপত্র উপস্থাপন করেছিলেন, তা প্রবাসী মন্ত্রীসভার কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি। পরবর্তীতে, আপরতলায় অবস্থানরত বেতার কর্মীদের কাছ থেকে মৌখিক ধারণা নিয়ে ৫০ কিলোওয়াট মিডিয়াম ওয়েভ ট্রান্সমিশনের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র চালু করার জন্য কলকাতার বালীগঞ্জ সার্কুলার রোডে বেতারের দপ্তর স্থাপন করা হয়। প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার সিদ্ধান্ত নিলেন ২৫শে মে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মদিনেই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের আনুষ্ঠানিক সম্প্রচার শুরু হবে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কাজ চলত কলকাতাস্থ ৫৭/৮, বালিগঞ্জ, সার্কুলার রোডের ছোট্ট একটি দ্বিতল বাড়িতে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন শামসুল হুদা চৌধুরী, বার্তা সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন জনাব কামাল লোহানী এবং প্রকৌশল দায়িত্বে ছিলেন সৈয়দ আবদুস শাকের। বেলাল মোহাম্মদ, শামসুল হুদা চৌধুরী এবং আশফাকুর রহমান তিনজন মিলে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের জন্য প্রচার উপকরণের ফিক্স পয়েন্ট তৈরি করেন। দৈনিক সকাল ৭.০০টায় ও সন্ধ্যা ৭.০০টায় এই দুই অধিবেশনে শুরু হয়েছিল এই অনুষ্ঠান প্রচার। অনুষ্ঠান সূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল বাংলা ও ইংরেজি খবর। সংগ্রামী মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠানসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল জল্লাদের দরবার, চরমপত্র, অগ্নিশিখা, বজ্রকণ্ঠ, প্রতিনিধির কণ্ঠ, এবং দেশাত্মবোধক গানের অনুষ্ঠান জাগরণী।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের জনপ্রিয় অনুষ্ঠান "জল্লাদের দরবার"-এ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করে চিত্রিত কেল্লা ফতেহ আলী খানের চরিত্রে অভিনয় করতেন রাজু আহমেদ। দুর্মুখ চরিত্রে অভিনয় করতেন নারায়ণ ঘোষ। নাটিকাটি ধারাবাহিকভাবে লিখতেন নাট্যকার কল্যাণ মিত্র। ঢাকার কথ্য ভাষায় উপস্থাপিত

"চরমপত্র" লিখতেন এবং পড়তেন জনাব এম আর আখতার মুকুল। অনুষ্ঠানটির পরিকল্পনা করেছিলেন জনাব আব্দুল মান্নান (ভারপ্রাপ্ত এমএনএ) এবং নামকরণ করেছিলেন জনাব আশফাকুর রহমান। মুক্তি বাহিনীর জন্য "অগ্নিশিখা" নামে বিশেষ অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা, প্রযোজনা এবং নামকরণ করেছিলেন টি এইচ শিকদার। পরবর্তীকালে, পর্যায়ক্রমে মোস্তফা আনোয়ার এবং আশরাফুল আলম এই অনুষ্ঠানের পরিচালনার ভার নিয়েছিলেন। বজ্রকণ্ঠ ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ থেকে অডিও ক্লিপ নিয়ে তৈরি উদ্দীপনামূলক অনুষ্ঠান। বঙ্গবন্ধু ছিলেন একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের অবিসংবাদিত নেতা। তাঁর ডাকেই দেশবাসী জনগণ মৃত্যুকে তুচ্ছ করে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। সে ছিল এক অসাম্প্রদায়িক মহান ঐক্য- যেখানে ধর্ম, বর্ণ, দল, মত, নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ-যুবা নির্বিশেষে দেশমাতৃকার মুক্তির তরে সকলকে একত্রিত করেছিলেন। সাম্প্রদায়িকতাঃ সামন্তবাদ প্রসঙ্গে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে মোস্তফা আনোয়ার একটি কথিকা প্রচার করেছিলেন। কথিকার শেষ বাক্যটি ছিলঃ "ওরা (পাকিস্তানী) হানাদার বাহিনী মানুষ হত্যা করছে। আসুন, আমরা পশু হত্যা করি।" বাক্যটি স্বাধীন বাংলা বেতারের শ্রেষ্ঠতম সংলাপ ছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে বিশেষ কথিকা "দর্পন" লিখতেন ও পড়তেন আশরাফুল আলম। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের নিয়মিত অনুষ্ঠান সিরিজের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল "প্রতিনিধির কণ্ঠ"। এই অনুষ্ঠানে প্রচারিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ ও অর্থমন্ত্রী এম মনসুর আলী কর্তৃক জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণ এবং বাণী সাড়ে সাত কোটি বাঙালির মনে সঞ্চার করেছিল আশার আলো।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শুরু থেকে শেষ দিন পর্যন্ত অনুষ্ঠানের সূচক সঙ্গীত হিসেবে "জয় বাংলা বাংলার জয়" গানটি এবং প্রতিদিনের অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণায় কোরআনের একটি বাণী প্রচার করা হতো। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন, "আমি তখনই কোনও জাতিকে সাহায্য করি, যখন সে জাতি নিজেকে নিজে সাহায্য করে।" কয়েকজন বিশিষ্ট ভারতীয় গীতিকার রচিত গান স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে গীত হয়েছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন গৌরী প্রসন্ন মজুমদার (শোনো একটি মুজিবরের থেকে লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠ), গোবিন্দ হালদার (মোরা একটি ফুলকে বাচাবো বলে যুদ্ধ করি), সলিল চৌধুরী (বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা আজ জেগেছে সেই জনতা), শ্যামল দাশগুপ্ত (সাড়ে সাত কোটি মানুষের একটি নাম মুজিবর)। শোনো একটি মুজিবরের থেকে লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠ গানটির সুরারোপ এবং কণ্ঠ দিয়েছিলেন ভারতীয় শিল্পী অংশুমান রায়।

ডিসেম্বর, ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের শুরুতে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে প্রত্যক্ষ যুদ্ধ শুরু হতেই ভারত ৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখ বাংলাদেশকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দান করে। সেদিন থেকে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের নামকরণ করা হয় "বাংলাদেশ বেতার" এবং মুজিব নগরে স্থাপিত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ট্রান্সমিটার স্থাপনার নামকরণ করা হয় "বাংলাদেশ বেতার, মুজিব নগর কেন্দ্র"। ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যাশিত বিজয় আসে ১৬ই ডিসেম্বর। হানাদার পাকিস্তানী বাহিনীর আত্মসমর্পনের মধ্য দিয়ে অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের। ১৬ই ডিসেম্বর পাক হানাদার বাহিনী নিয়ন্ত্রিত রেডিও পাকিস্তান, ঢাকার সমাপ্তি ঘটে। ১৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত রেডিও পাকিস্তান, ঢাকার সর্বশেষ পরিচালক ছিলেন সৈয়দ জিল্লুর রহমান। এ সময়ে ঢাকা বেতার থেকে সর্বপ্রকার অনুষ্ঠান প্রচার বন্ধ থাকে ২১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত। বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা কেন্দ্র চালু করার জন্য অগ্রগামী পর্যবেক্ষক হিসেবে প্রকৌশলী সৈয়দ আবদুস শাকেরকে পূর্বেই ঢাকায় প্রেরণ করা হয়। ২২শে ডিসেম্বর প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার কলকাতা থেকে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন। এই প্রত্যাবর্তনকে স্বাগত জানিয়ে ২২শে ডিসেম্বর বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে ধারাবিবরণী প্রচার করা হয়। এটিই স্বাধীন দেশের মাটিতে বাংলাদেশ বেতারের প্রথম আনুষ্ঠানিক সম্প্রচার কার্যক্রম। বেলাল মোহাম্মদ কলকাতা থেকে ২রা জানুয়ারি ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশ বেতার, মুজিবনগর বেতার কেন্দ্রের সম্প্রচার অব্যাহত রাখেন।

এদিকে ১৩ই ডিসেম্বর ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে হানাদার বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ মুক্ত হওয়ার আগেই মুক্তিবাহিনীর আক্রমনে ঢাকা টেলিভিশন কেন্দ্রের অনুষ্ঠান প্রচার বন্ধ হয়ে যায়। ২১শে ডিসেম্বর ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ মঙ্গলবার ঢাকা টেলিভিশন কেন্দ্র "বাংলাদেশ টেলিভিশন কর্পোরেশন, ঢাকা" কেন্দ্র পরিচিতি নিয়ে মুক্ত বাংলাদেশে নতুন আঙ্গিকে অনুষ্ঠান সম্প্রচার শুরু করে। বাংলাদেশ টেলিভিশনের প্রথম মহাপরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হন জামিল চৌধুরী। "ধনধান্য পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা" গানের স্বরলিপির উপর ভিত্তি করে রচিত হয় বাংলাদেশ টেলিভিশনের স্টেশন সিগনেচার মিউজিক বা অভিজ্ঞান বাদ্য। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত রাষ্ট্রপতির ১১৫ নম্বর আদেশ বলে সাবেক পাকিস্তান টেলিভিশনের বাংলাদেশে অবস্থিত সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা হয়। তখন থেকেই প্রতিষ্ঠানটি "বাংলাদেশ টেলিভিশন, ঢাকা" নামে কেন্দ্র পরিচিতি লাভ করে। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের ৬ই মার্চ "রামপুরা টেলিভিশন কমপ্লেক্স-এর উদ্বোধন করা হয়। এই দিন ডিআইটি ভবনের ক্ষুদ্র পরিসর থেকে ঢাকা টেলিভিশন রামপুরায় নবনির্মিত আধুনিক যন্ত্রসজ্জিত টেলিভিশন ভবনে প্রবেশ করে। এ বছরই বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র উদ্বোধন করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে এই ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্রের মাধ্যমে অনুষ্ঠান গ্রহণ ও সম্প্রচার শুরু হয়। দেশে ২৯শে নভেম্বর ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম পরীক্ষামূলক রঙ্গিন টেলিভিশন অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হয়। এরপর ১৯৮০ সালের ডিসেম্বর মাসের এক তারিখ প্রতিষ্ঠার ষোল বছর পর বিটিভির রঙ্গিন ট্রান্সমিশন শুরু হয়। বাংলাদেশে ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে ডিশ অ্যান্টেনার ব্যক্তিগত ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হয়। পরবর্তীতে, ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ থেকে এদেশে বিটিভির চ্যানেলে আমেরিকার সিএনএন চ্যানেলের অনুষ্ঠান সীমিত সময়ের জন্য প্রচার হওয়ার অনুমতি লাভ করে।

লেখক: উপপরিচালক, বাংলাদেশ বেতার
(বর্তমানে এনএইচকে ওয়ার্ল্ড, জাপানে প্রেষণে কর্মরত)

সচেতন হই ডেঙ্গুর প্রকোপে

ডা. শরদিন্দু শেখর রায়

ডেঙ্গু জ্বরের প্রথম নির্ভরযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায় ১৭৭৯ ও ১৭৮০ সালে। তখন ডেঙ্গু মহামারীর কবলে পড়েছিল এশিয়া, আফ্রিকা ও উত্তর আমেরিকা। ১৯৭০ সালের আগে মাত্র নয়টি দেশে ডেঙ্গুর প্রকোপ মারাত্মক ছিল। বর্তমানে বিশ্বজুড়ে ১০০ টিরও বেশি দেশে এই রোগের বিস্তার রয়েছে। বাংলাদেশে ২০০০ সালের মাঝামাঝি ডেঙ্গু জ্বরের প্রথম প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। আর প্রথমবারের মতো দেশে ডেঙ্গু পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ নিয়েছিল ২০১৯ সালে। এ বছরও অসুখটি মারাত্মক জনস্বাস্থ্যের হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই ডেঙ্গু নিয়ে আমাদের সচেতন হতে হবে।

ডেঙ্গু কী?

ডেঙ্গু হলো মশাবাহিত একটি ভাইরাস জনিত রোগ। এর বাহক মশা হলো এডিস মশা। ডেঙ্গু সংক্রমণের উচ্চহার লক্ষ্য করা যায় বর্ষাকালে। বাংলাদেশে গ্রীষ্ম এবং বর্ষা মৌসুমে এই রোগে বেশি মানুষ আক্রান্ত হয়।

ডেঙ্গু ভাইরাস ও ডেঙ্গু জ্বর

ডেঙ্গু ভাইরাসের চারটি টাইপ আছে। এগুলোর নাম হলো ডেন-১, ডেন-২, ডেন-৩ ও ডেন-৪। কেউ এক টাইপের ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হলে পরবর্তীতে অন্য টাইপ দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। দ্বিতীয়বার আক্রান্তের ক্ষেত্রে রোগের তীব্রতা অনেক বেশি হয়।

মশার কামড় এবং ডেঙ্গু জ্বর

ডেঙ্গু জ্বরের জীবাণুবাহী এডিস মশা কোন ব্যক্তিকে কামড়ালে, সেই ব্যক্তি সপ্তাহখানেকের মধ্যে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়। এই আক্রান্ত ব্যক্তিকে কোন মশা কামড়ালে, সেই মশাটিও ডেঙ্গু জ্বরের জীবাণুবাহী মশায় পরিণত হয়। এভাবে মশার কামড়ের মাধ্যমে একজন থেকে অন্যজনে ডেঙ্গু জ্বর ছড়িয়ে পড়ে। এডিস মশা চার-পাঁচ দিনের স্বচ্ছ জমানো পানিতে দ্রুত বংশ বৃদ্ধি ঘটায় এবং কৃত্রিম জলাধারে ডিম পাড়তে পছন্দ করে।

ডেঙ্গু জ্বরের প্রকার

বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা ডেঙ্গু জ্বরের তীব্রতাকে ভাগ করতে গিয়ে কিছু সতর্কীকরণ চিহ্ন'র উপর গুরুত্ব দিয়েছে। এগুলো হলো:

- তীব্র পেটে ব্যাথা
- অনবরত বমি
- ডায়রিয়া
- অস্থিরতা
- রক্তক্ষরণ
- রক্ত পরীক্ষায় দ্রুত প্লাটিলেট কণিকা কমে যাওয়া এবং হেমাটোক্রিট বেড়ে যাওয়া।

রোগীর মধ্যে এগুলোর কোনটি না থাকলে সতর্কীকরণ চিহ্ন ছাড়া ডেঙ্গু এবং থাকলে সতর্কীকরণ চিহ্নসহ ডেঙ্গু বলে। যদি রোগীর রক্তচাপ অস্বাভাবিক কমে যায়, শরীরে পানি জমে, শ্বাসকষ্ট হয়, শরীর থেকে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হয়, রোগীর চেতনাশক্তির দুর্বলতা প্রকাশ পায় বা অজ্ঞান হওয়ার উপক্রম হয়, কিংবা যদি হার্ট বা অন্য কোনো অঙ্গের ক্ষতি হয় তবে তা মারাত্মক ডেঙ্গু ।

উচ্চ ঝুঁকির ডেঙ্গু জ্বর

ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হলে শিশু, বয়স্ক, গর্ভবতী মা এবং যাদের ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ বা হৃদরোগ আছে অথবা যাদের শরীরের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা কম এবং নিয়মিত স্টেরয়েডজাতীয় ওষুধ ব্যবহার করেন তারা উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তি।

উপসর্গ

উপসর্গ ভেদে আবার ডেঙ্গু জ্বরকে কয়েকটা ভাগে ভাগ করা যায়। যেমনঃ

- ডেঙ্গু জ্বর
- হেমোরেজিক ডেঙ্গু জ্বর
- ডেঙ্গু শক সিনড্রোম
- বর্ধিত ডেঙ্গু সিনড্রোম

ডেঙ্গু জ্বর হলে সাধারণত জ্বরের সাথে শরীর

এবং মাথা ব্যথা থাকে। এছাড়া চোখের পেছনে ব্যথা হতে পারে। অনেক সময় ব্যথার মাত্রা এত তীব্র হয় যে, মনে হয়, হাড় ভেঙে যাচ্ছে। এজন্য ডেঙ্গুকে হাড় ভাঙা জ্বরও বলে। জ্বরের কয়েক দিনের মধ্যে সারা শরীরে লালচে দানা দেখা দিতে পারে। রোগীর বমিভাব বা বমি হতে পারে। এতে রোগী অতিরিক্ত ক্লান্তিবোধ করে। খাওয়ার রুচি কমে যায়। এসব লক্ষণ রোগীর বয়স অনুযায়ী ভিন্ন হতে পারে। হেমোরেজিক ডেঙ্গুতে অবস্থা আরও খারাপ হয়। শরীরের বিভিন্ন অংশ যেমন চামড়ার নিচে, চোখের মধ্যে, চোখের বাইরের পর্দায়, নাক, মুখ, দাঁতের মাড়ি কিংবা কফের সাথে রক্ত যেতে পারে। লালচে প্রস্রাব বা প্রস্রাবের সাথে রক্ত যেতে পারে। রক্তবমিও হতে পারে। কালো পায়খানা বা পায়খানার সঙ্গে রক্ত যেতে পারে। নারীর মাসিককালীন রক্তক্ষরণ বেশি দিন চলতে পারে।

ডেঙ্গু জ্বরের ভয়াবহতা হল, ডেঙ্গু শক সিনড্রোম। ডেঙ্গু শক সিনড্রোমে রক্তচাপ হঠাৎ কমে যায়। নাড়ির স্পন্দন অত্যন্ত ক্ষীণ ও দ্রুত হয়, হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যায়, প্রস্রাব কমে যায় এবং রোগী হঠাৎ অজ্ঞান হতে পারে। রোগীর মৃত্যুও হতে পারে। বর্ধিত ডেঙ্গু সিনড্রোমে অনেকের হার্ট, লিভার, কিডনি, ফুসফুস এবং মস্তিষ্কের মতো গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ আক্রান্ত হয়। এ অবস্থায় রোগীর বুকে ব্যাথা, শ্বাসকষ্ট, বুক ধড়ফড়, মাথা ঝিমঝিম বা মাথা ঘোরানোর মতো লক্ষণ দেখা দিতে পারে। অনেকের বুকে ও পেটে পানি জমতে পারে। রোগীর জন্ডিস হতে পারে এবং কিডনী জটিলতা দেখা দিতে পারে।

করণীয়

সম্প্রতি ডেঙ্গুর ধরণ পাল্টেছে। জটিলতাও বাড়ছে। এখন তিন দিনের মাথাতেই, এমনকি জ্বরের এক-দুই দিনেও কেউ কেউ গুরুতর অবস্থায় চলে যাচ্ছে। তাই জ্বরকে অবহেলা করা যাবে না। জ্বরের এক থেকে তিন দিনের মধ্যে ডেঙ্গু পরীক্ষা করতে হবে। রক্তের সিবিসি এবং ডেঙ্গু এনএস-ওয়ান হলো ডেঙ্গুর প্রাথমিক পরীক্ষা। এনএস-ওয়ান পজেটিভ মানে ডেঙ্গু নিশ্চিত। তবে সব সময় পজেটিভ নাও হতে পারে। ডেঙ্গু ধরা পড়লে খেয়াল রাখতে হবে, ডেঙ্গুর কোনো সতর্কীকরণ চিহ্ন বা মারাত্মক লক্ষণ আছে কিনা। সিবিসি'র হেমাটোক্রিট বা প্যাকড্সেলভলিউম এবং প্লাটিলেট এর পরিমাণ খেয়াল করতে হবে। জ্বরের প্রথম দু'এক দিনে এটা স্বাভাবিক থাকতে পারে। কিন্তু মাত্রাটা নোট করে রাখতে হবে। পরবর্তীতে এই হেমাটোক্রিটের মাত্রা আগের চেয়ে পাঁচ থেকে দশ শতাংশ বাড়লে, তা মাঝারি ডেঙ্গু আর বিশ শতাংশ বাড়লে তা মারাত্মক ডেঙ্গুর পর্যায়ে পড়বে। হেমাটোক্রিট বাড়া মানে রোগীর রক্তনালী থেকে রক্তরস বেরিয়ে যাচ্ছে এবং রক্তের ঘনত্ব বেড়ে যাচ্ছে। এ অবস্থা দ্রুত ঘটতে থাকলে হঠাৎ রোগীর রক্তচাপ কমে গিয়ে রোগীর ডেঙ্গু শক সিনড্রোম হবে। এ অবস্থায় অবশ্যই রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে। এসময় রোগীকে শিরার মাধ্যমে পর্যাপ্ত স্যালাইন দিতে হয়। তখন প্রতিদিন প্লাটিলেট এর পরিমাণও নজরদারিতে রাখতে হয়। প্রয়োজনে রোগীকে রক্ত এবং রক্তের প্লাটিলেট দিতে হয়।

বাসায় কি করবেন?

ডেঙ্গুতে জ্বর কমানোর জন্য প্যারাসিটামল ওষুধ বা সাপোজিটরি ছাড়া চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতীত কোনো ওষুধ ব্যবহার করা ঠিক নয়। রোগীকে প্রচুর পরিমাণে তরল খাওয়াতে হবে। প্রতিদিন কমপক্ষে ২-৩ লিটার। এসব তরল খাবার হতে পারে, গ্লুকোজ পানি, ডাবের পানি, স্যুপ, যেকোনো শরবত, ফলের রস ইত্যাদি। যতক্ষণ মুখে খেতে পারবে খাওয়াবেন। যখন পারবে না অথবা বমি বা পাতলা পায়খানা হবে অথবা কোনো সতর্কীকরণ চিহ্ন দেখা দেবে, তখন দ্রুত রোগীকে হাসপাতালে নিতে হবে। শিশুদের ক্ষেত্রে খুব সতর্ক হতে হবে। বেশিরভাগ রোগীর অবস্থা সংকটাপন্ন হয় শুরুতে চিকিৎসকের পরামর্শ না নেয়াতে, সতর্কীকরণ চিহ্নগুলো না জানাতে। যাদের ডায়বেটিস, হৃদরোগ, স্ট্রোক, কিডনি, লিভার, ক্যান্সার বা অন্য কোনো দীর্ঘমেয়াদী অসুখ আছে, তাদেরকে ডেঙ্গু জ্বরের দু'এক দিনের মধ্যেই চিকিৎসকের পরামর্শে হাসপাতালে ভর্তি রেখে চিকিৎসা করানো ভালো। গর্ভবতী মায়ের ডেঙ্গু হলে হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা করতে হবে।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ

ডেঙ্গু প্রতিরোধের প্রধান উপায় হলো ডেঙ্গু উপদ্রব এলাকায় বসবাসরত বা ভ্রমণরত ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠীকে এডিস মশার কামড় থেকে সুরক্ষা দেওয়া। এসব এলাকায় এডিস মশার বিস্তার রোধের ব্যবস্থা করা। এ ব্যাপারে ব্যাপক সামাজিক সচেতনতামূলক পদক্ষেপ বেশি জরুরি।

*** যা করতে হবে**

- এডিস মশা পরিষ্কার, স্বচ্ছ পানিতে বংশ বিস্তার করে। তাই অফিস, ঘর-বাড়ি, রাস্তা-ঘাট ও এর আশপাশে পানি জমতে দেওয়া যাবে না। ফুলের টব, ডাবের খোসা, ক্যান, পাড়ির টায়ার, এয়ারকুলার, গর্ত, বাড়ির ছাঁদ ইত্যাদিতে আটকে থাকা পানি যেন জমে না থাকে সেদিকে নজর রাখতে হবে।
- এডিস মশা সাধারণত দিনে কামড়ায়। তাই দিনে ও রাতে ঘুমানোর সময় মশারি ব্যবহার করতে হবে। ঘরের বাইরে মশার কামড় এড়াতে হাত-পা ঢাকা পোশাক ও মোজা পরতে হবে।
- মশা প্রতিরোধী ক্রীম, লোশন বা কাপড়ে লাগানোর স্প্রে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- পরিবারের কেউ ডেঙ্গু আক্রান্ত হলে আক্রান্ত ব্যক্তিকে মশারির ভেতর রাখতে হবে। যাতে অসুস্থ ব্যক্তিকে মশা কামড়ে আবার সুস্থ কাউকে কামড়াতে না পারে।

ডেঙ্গুর টিকা

কয়েকটি দেশে শেষ ধাপের পরীক্ষামূলক প্রয়োগ হিসেবে ডেঙ্গু জ্বরের প্রতিষেধক টিকা ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু এখনো কোনো স্বীকৃত টিকা বাজারে আসেনি। কয়েকটি দেশ ঘোষণা দিয়েছে, আগামী বছরেই ডেঙ্গুর টিকা বাজারে আনার। চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা ডেঙ্গু ভাইরাসের চারটি টাইপের বিরুদ্ধেই কার্যকর একটি আদর্শ টিকা তৈরির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

লেখক: সহকারী অধ্যাপক
জাতীয় কলেরা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, ঢাকা

তরুপল্লব

শিশু-কিশোর পাতা

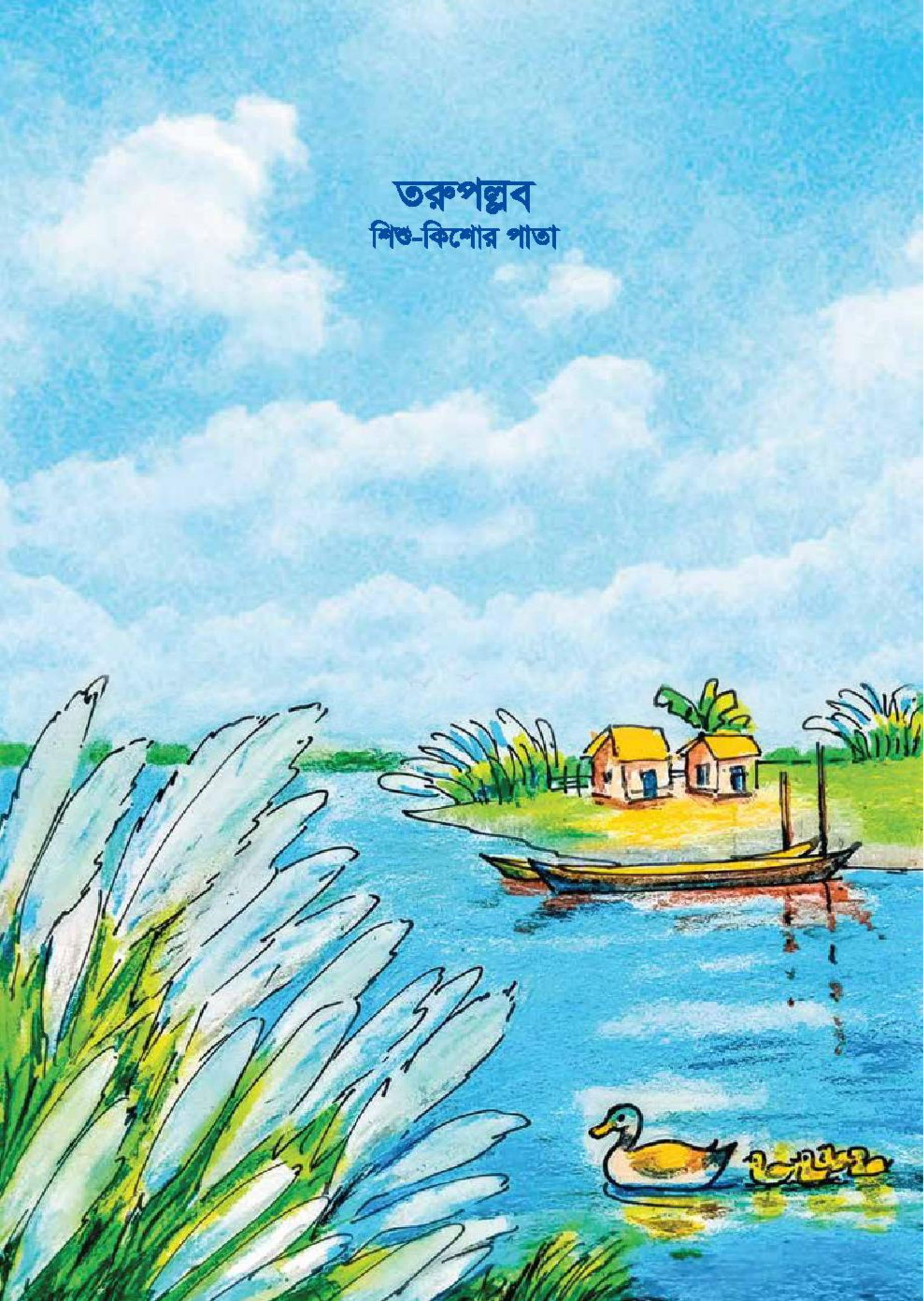

ভাইরাস

সুবর্ণা অধিকারী

রাত বাড়লে সবাই যখন ঘুমিয়ে যায় তখন রা খুব মজা করে। মাঝে মাঝে ঝগড়া খুনসুটি হয় তবে খুব বেশী নয়। সেদিন গোল বাঁধলো কুমড়ো নিয়ে। বাজার থেকে এক টুকরো কুমড়ো এনেছিলো কিন্তু পিন্নিমা ঘুমোতে যাবার সময় তুলে রাখতে ভুলে গেছিলেন।

সবার আগে বেরিয়ে এলো ভেলাপোকা। ছেলে মেয়ে, নাতি নাতনি, পাড়া পড়শী সব্বাইকে নিয়ে ফুরফুরে মেজাজে এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করছিল। একটা মা তেলাপোকার চোখ পড়ল কুমড়োর দিকে। তড়িঘড়ি করে সবাইকে ডাকাডাকি শুরু করলো।

--- কই গেলি তোরা , তাড়াতাড়ি এদিক আস , দেখ দেখ মিষ্টিকুমড়ো সবাই মিলে মজা করে খাওয়া যাবে। চার পাঁচটা ছানাপোনা হুড়মুড় করে পড়ল কে কার আগে খাবে। একটাতো একটু খেয়ে ঢ্যং ঢ্যং করে নাচতে লাগল। কেউ ছোকলা খায়, কেউ বীচি খায় কেউ আবার উপরে উঠে নাচে। টসটসে রসালো তাজা পাকা কুমড়ো দেখে কে লোভ সামলাবে!

একটা টিকটিকি দেয়ালের কোণে নিরবে পায়চারি করছিল। কুমড়োর দিকে নজর ছিল তবে মনটা ছিল অন্যদিকে। আরশোলা গুলো কুমড়ো খেতে ব্যস্ত; ঠিক তখনই পিছন থেকে ছোট একটাকে ধরে টুপ করে পিলে খেয়ে নিল টিকটিকিটা। একটা মা আরসোলা অন্যটার দিকে চোখাচোখি করে বলল," তোমার ছেলে মেয়ে দের কে সামলে রেখ।" একটা বুড়ো আরশোলা রেগে মেগে আগুন ।

চেঁচিয়ে উঠল

--- তোমার স্বভাব এত খারাপ কেন ,,আমার নাতি নাতনিতের দেখলে লোভ সামলাতে পার না? দিন নেই রাত নেই যখন যেখানে পাও তখনই খেয়ে নাও। খাবারের কি অভাব পরছে নাকি, আলু, পটল, চাল ডাল কতো কী রয়েছে ওসব তোমার চোখে পড়ে না নাকি?" অন্যরাও বলাবলি করতে লাগলে" এর ছেলে ওর মেয়ে যখন যাকে পায় সাবাড় করে দেয়। এভাবে চলতে পারে না। একটা মা পোকা কাঁদছিল আর বলছিল.

--আমার পাঁচ ছেলে মেয়েকে একদিনে খেয়ে নিয়েছে, আমার যে কি কষ্ট তা কি করে বোঝাব, তুমি ভালো হয়ে যাও টিকটিকি। লেজ বাঁকিয়ে পিছন ফিরে সব শুনছিল টিকটিকিটা হঠাৎ একটা আওয়াজ পেয়ে সবাই থতমত খায়। একটা নেংটি ইঁদুর লাফ দিয়ে আলুর ঝুড়ির ভিতর পড়ল।

--- ইঁদুর ভাই যে,কেমন আছ তুমি?

--- হ্যা ভালো, তা তোমরা এত চেঁচামেচি করছ কেন?

--- আর বল না, ওই টিকটিকিটা আমার নাতনীটাকে টুপ করে গিলে চুপ করে বসে আছে। তুমি একটা বিহিত কর তো।

--- আচ্ছা, ওকে শাস্তি দেব ।

--- তা একটু আলু খাবে না কি তেলু ?

--- আমার এমন সুন্দর নাম থাকতে তেলু তেলু করছ কেন? ও সব শুনলে আমার গা পিত্তি জ্বলে যায়।

--- সবাই যখন তেলাচোরা বলে তাতে তোমার রাগ ধরেনা বুঝি।

--- আরে..সবার কথা বাদ দাও। কারনে অকারনে কতজন কত কি চুরি করছে তাতে কোন দোষ

নেই। আমি কি এমন খাই, চোর নামটা দেয়া কি ঠিক হয়েছে তুমিই বল । এসব অন্যায় আর সহ্য হয় না। ও দিক থেকে গোটা তিনেক পিঁপড়ে এল। একের পিছনে এক কুচকাওয়াজের মতো লাইন ধরে। এরা আবার কাউকে টপকায় না। চলাফেরায় ওদের নীয়ম নীতি সবার শেখা উচিৎ।

ইঁদুর পাশ কাটিয়ে চালের ড্রামের আশেপাশে উঁকিঝুকি মারছে। কতক আরশোলা ঝগড়াঝাঁটি করে চলে গেছে। একজন উঠে বলল,

" পিঁপড়ে ভাই খাবে নাকি কুমড়ো?

--- কি আর করবো বলো, মিষ্টি তো পাইনা কুমড়োই খাব।

খেতে খেতে সুখ দুঃখের গল্প জুড়ে দিল।

--- তোমাকে তো চোরা বলে তা ঠিক, আমাদের অবস্থাটা ভাবোতো একবার। চিনি গুড়ের সাথে নামটাই মিলিয়ে ফেলে। ষাট টাকার চিনি এখন এক'শ ষাট টাকা, লোকে কিনবে কি করে! তার উপর ঘরে ঘরে ডায়াবেটিস, গুড় তো চোখেই দেখিনা। যাই, খাবার টেবিলটা একটু দেখে আসি।

পায়া বেয়ে উঠতেই মিষ্টি একটা গন্ধ পেয়ে মনটা আনচান করতে লাগল। গন্ধ শুকে কাছে গিয়ে তো অবাক করা কান্ড। বাটি ভরা পায়েশ আঃ কতদিন দুধ চিনির স্বাদ পাইনি। এক পিঁপড়ে যেতে যেতে অন্যকে ঠোঁটে ঠোঁট মিলিয়ে সৌহার্দ্য জানিয়ে খবর বলে। একই পথে আসতে বেশী সময় লাগলো না।

কয়েক মিনিটেই বাটির চারপাশ ভরে গেছে। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে পায়েসের বাটিটা তুলে রাখতে ভুলে গেছিলেন পিন্নিমা।

দুটো মশা ঘ্যান ঘ্যান করতে করতে কুমড়োর উপর বসল। দেখে একটা আরশোলা বলে উঠলো, তোমরা কত প্রাণীর রক্ত খেয়ে পেট ফুলিয়ে বসে থাক আবার এটাও খাবে? ডেঙ্গু ম্যালেরিয়া ফাইলেরিয়া কতো রোগ ছড়িয়ে মানুষের অবস্থা খারাপ করে দিচ্ছ। কতোজন যে হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে কত জন মারা যাচ্ছে সে খবর কি রাখ তোমরা?

শুনে মশা বলল, আরশোলা ভাই তোমার মাথায় কি গন্ডগোল আছে? আমাকে দেখে ডেঙ্গু মনে হয় তোমার? ওরা রাতে কামড়াতে পারে না ওদের গায়ে সাদা কালো দাগ থাকে। আমরা ভলো মশা।

তা ছাড়া প্রানীদের শরীরে কতো কতো রক্ত থাকে আমরা আঁধা ফোঁটা খেতে পারিনা তো ধপাস করে পড়ে মরি তাতেই কামান দাগা।"

--- ঠিক আছে বাপু খাও অতো বক্তৃতা দিতে হবে না। দোষটা ওদের ই পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকলে তো কোন ভাইরাস ছড়াতে পারে না।

মন ছুটে যায়
মো. তাইফুর রহমান

মন ছুটে যায় মেঠো পথে
যেথায় সুখের বাসা
মেঠো পথে ঘুরলে আমার
মিটে মনের আশা ।
মন ছুটে যায় নদীর বুকে
জেলেরা মাছ ধরে
বিশাল আকাশ দেখে আমার
আনন্দে মন ভরে।
মন ছুটে যায় ধানক্ষেতে ভাই
কৃষক আছে কাজে
ইচ্ছে করে যাই হারিয়ে
প্রকৃতিরই মাঝে ।
মন ছুটে যায় চাঁদের কাছে
ছড়ায় রাতে আলো
তারাদের ওই হাসি বলো
কারনা লাগে ভালো ?
মন ছুটে যায় পাখির নীড়ে
কিংবা ফুলের বাগে
প্রজাপতির বন্ধু হতে
ইচ্ছে মনে জাগে।

গাঁয়ের মানুষটাকে
রাজীব হাসান

যেয়ে দেখো শহর থেকে
গাঁয়ের মানুষটাকে
পাবে খুজে তুমি তোমার
আপন সে সত্তাকে।

গাঁয়ের মানুষ আপন করে
তোমায় নেবে বুকে
পান্তা ভাতে নুন-লঙ্কাতে
আছে কেমনে সুখে।

ভাববে তুমি এমন সুখের
উৎসটা যে কোথায়
শহর থেকে মানুষ যেনো
গাঁয়ে শান্তি টোকায়।

মিলেমিশে গাঁয়ের মানুষ
চলছে দিবা-রাত্রি
তাই শহর হতে ছুটে আসি
হতে গাঁয়ের যাত্রী।

চঞ্চল চাঁদ
তমজ্যোতি নবনী

মিটমিট হাসে চাঁদ
জানালার ফাঁকে,
গগনে বেড়ায় ঘুরে,
রঙিন ছবি আঁকে।

মাঝে মাঝে মেঘগুলো
দেয় তারে সঙ্গ
মাঝে মাঝে আকাশে সে,
করে একা রঙ্গ।

রাত্তির জেগে দেয় গগনেতে পাহারা।
সাগর-সমুদ্দুর, হিমালয়, সাহারা।

স্থির নহে কখনো সে,
চঞ্চল মন;
থামিবার রেশ নাহি পান-
চন্দ্র রাজন।

সকালে ঘুমিয়ে তিনি রাত্তিরে জাগে
তাই তো মনে শুধু ঘুমখানি মাগে।

তাহার ঘুমের বেলা,
সূর্য করেনা হেলা।
দিনভর করে সে
গগনেতে খেলা।

অবশেষে, খেলাশেষে,
সূর্যটা ফেরে বাড়ি
নীল ঘুম পরী।
চোখে নিয়ে একরাশ
ঘুম আর ঘুম।

আবার আসেন চাঁদ
সকল ক্লান্তি ফেলে।
গগনের কপোলেতে
দেন একে চুমু।

শরৎ হাওয়া
মুহাম্মদ ইসমাঈল

শরৎ এলেই রোজ সকালে
শিশির জমে ঘাসে
রোদের ছোঁয়ায় শিশিরেরা
মিটমিটিয়ে হাসে।

মাঠে ঘাটে নদীর ধারে
কাশফুলের মেলা
শিশির মাখা দুর্বাঘাসে
শিউলি ফুলের ভেলা।

শরৎ এলেই প্রকৃতিটা
সাজে নতুন সাজে
দৃশ্য দেখে খুশির দোলা
লাগে মনের মাঝে ॥

স্বপ্ন ঘুড়ি
সানজিদা আকতার আইরিন

মন আকাশে স্বপ্ন ঘুড়ি
উড়ছে লাটাই ছিড়ে।
হাজার রঙের কল্পকথার
সুখ পাখিদের ভিড়ে।

এদিক ওদিক উড়ছে ঘুড়ি
উড়ছে ডানে বায়ে
মেঘে সাগরে মেঘ বালিকা
নেয় ডেকে তার নায়ে।

চন্দ্রাবতীর চাঁদের দেশে
সেই ঘুড়িটি পেলে
বলবে তাকে উড়ছে উড়ুক
ইচ্ছে ডানা মেলে।

রেড ২৫০

রাহিন হাসান

রাতুল..রাতুল..
কোন সাড়াশব্দ নেই। মা ডেকেই যাচ্ছে।
রাতুল...
মা এবার তার রুমে গেল। নেই। বাথরুমেও নেই। সারা বাড়ি খুঁজে পাওয়া গেল বারান্দার কোণায়। চেয়ারে বসে আছে, হাতে একটা সায়েন্স ফিকশনের বই। তার মাঝখানে আঙুল রেখে বই বন্ধ করে আনমনে কি যেন ভেবেই চলেছে।
রাতুল!!!
রাতুল চমকে উঠল হঠাৎ করে। বলল- এ্যা..... হ্যা কি হয়েছে?
তোকে সারা বাড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছি, ডাকছি কানে যায়না? বললমা।
না... ইয়ে মানে হ্যা.. খেয়াল করিনি। একটু ইতস্তত করে বলল রাতুল।
মাঃ কী করছিস এখানে?
রাতুলঃ গল্পের বই পড়ছিলাম, সায়েন্স.... সে কথা শেষ করতে পারলনা।
মা কষিয়ে একটি থাপ্পর বসালেন- 'সারাদিন গল্পের বই আর গল্পের বই। হুহ, আবার সায়েন্স ফিকশন।'
বলেই মা বইটা ছুড়ে ফেলে দিলেন। 'স্কুলের কাজে মন নেই? পড়ার বই পড়তে পারিসনা?
রাতুল সব সময় গল্পের বই নিয়ে বসে থাকত। রাত জেগে পড়তে গিয়ে কখন ভোর হয়ে যেত নিজেও টের পেতনা। তার বেশি ভালো লাগে সায়েন্স ফিকশন পড়তে। সারাদিন মাথার ভেতর এ গুলোই চক্কর খেত। গল্পের বই পড়ার জন্য তার বাবাই বলতেন। কিন্তু, এ রকম নেশা হয়ে যাবে কেউ বোঝেনি। ছোট ভাইকেও সে রুমে ঢুকতে দিতনা। তার মাথায় এগুলোএমনভাবে ঘুরতো যে ঘুমের মধ্যেও ও-গুলোই দেখত। এমনকি এলিয়েনও। একই স্বপ্ন সে অনেক বার দেখত। স্কুলে সে এই ব্যাপারটি বন্ধুদের বলল। সবাই হেসেই উড়িয়ে দিল। শুধু কাহিম বলল, বই পড় সমস্যা নেই, সায়েন্স ফিকশন পড়াটা একটু কমা।
স্কুল ছুটি হলে বাসায় ফিরছিল। একটা

গলিতে ঢুকবে ঠিক তখনই মনে হচ্ছিল সে কেমন যেন একটু শূন্যে ভাসছে। নামতেও পারছেনা, শরীরে নিয়ন্ত্রণ সে হারিয়ে ফেলেছে। ফাকা ফাকা লাগছে সব। অন্ধকার হয়ে এলো চারদিক।
ঘুম থেকে উঠে দেখল, কেমন একটু ঝাপসা লাগছে। তারই রুম, কিন্তু কেমন একটু খটকা লাগছে। রাতুলের মনে পড়ল সে স্কুল থেকে বাসায় ফিরছিল। কিন্তু ফেরেনি। তার রুমের মতই দেখতে। কিন্তু একটা জানালা ছাড়া রুমে আর কিছু নেই। দরজাও নেই । কয়েক বার বাবা-মা কে চিৎকার করে ডাকল। লাভ হলোনা। আশেপাশে কেউ নেই। সব কিছু যেন স্তব্দ। বাইরে দেখল। কোন দৃশ্য নেই ধবধবে সাদা কুয়াশার মতো। ছিলধরতে গেল। পারলোনা। ছুঁতেই পারছেনা। হাত ভিতর দিয়ে চলে যাচ্ছে।
হঠাৎ করেই আশপাশ একদম পাল্টে গেল। এটা তার রুম না। চারপাশ ভালো করে দেখল। লাইটের তীব্র আলো। তাকানোও যাচ্ছে না। ভালো করে দেখার চেষ্টা করল। মনে হলো মানুষের অনেক ভিড়। কিন্তু না। দেখল এদের হাঁটা-চলা, উচ্চতা, চেহারা মানুষের মতো না। পোশাকও অদ্ভুত, কলার অনেক বড়। সেই অদ্ভুত প্রাণীগুলোর চোখ রাতুলের দিকে। রাতুলকে ঘিরে তারা ভিড় করে আছে।
কিছুক্ষণ পর একটু সরে গিয়ে একটা সারিতে দাঁড়ালো। রাতুল দেখল মুখোশ পরা বিশেষ একজন তার দিকে এগিয়ে আসছে। রাতুলকে ভালো করে দেখল। এরপর একজনকে তাদের ভাষায় কিছু একটা বলল। রাতুল মুখোশ পরা প্রাণীকে দেখে ভাবল- লিডার হতে পারে।
হঠাৎ, রাতুল টের পেল তাকে কেউ ফ্লোর থেকে উঠিয়ে শূন্যে তুলে ফেলল। এরপর একটা অন্ধকার রুমে রেখে আসলো। কিছুক্ষণ পর সেই মুখোশ পরা প্রাণীটি আসল। রাতুলকে বেঁধে রাখা হয়েছে। রাতুল মোড়া মোড়ি করছে।
রাতুল তাকে দেখেই চিৎকার করে বলল-'তোমরা কারা....?'
রাতুল আরো কিছু বলতে চাচ্ছিল, পারল না। মুখোশ পরা লোকটা কিভাবে যেন সব আগেই বুঝে ফেলল। বলল, 'তুমি এখন যেখানে আছো এটা এন্ড্রোমিডার একটি অংশ। এখানেই আমাদের বাস। রাতুলের খটকা লাগল, এরা তার ভাষা জানল কী করে!
এবারও রাতুলের মনের কথা সে ধরে ফেলল। বলল, 'আমরা যে কারো মনের ভিতর যা আছে, তা শব্দ ছাড়াই বুঝতে পরি। তার মেমোরি-সিস্টেমের ওয়েভ আমরা বুঝতে পারি। এবং অন্যের ভাষা বোঝার একটি ক্ষমতাও আমাদের রয়েছে।
রাতুল আবর ঘুমিয়ে পড়ল। যখন চোখ খুলল সে আর রাতুল নেই। তার আগের চেহারা, স্বাভাব কিছুই নেই। তাকে দুই হাত আর দুই পায়ে লোহার মতো কিছু একটা দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে। নড়তে পারছেনা। হঠাৎ করে তার বাঁধন খুলে গেল। উঠে দাঁড়ালো। তার সামনে একটা হলোগ্রা স্ক্রিন ভেসে উঠল। এবং একটি মোটা কণ্ঠ শোনা গেল, 'তোমাকে তোমার নতুন জগতে স্বাগত।'
রাতুলের সব মাথার ওপর দিয়ে যাচ্ছিল। কণ্ঠস্বরটি আবার শোনা গেল, 'হ্যালো, রেড ২৫০, তোমাকে এখন এখানকার সব নিয়ম বলা হবে।'
রাতুল এখন আর রাতুল নয়। রেড ২৫০। সে ভাবল, কী বলছে! নিয়ম মানে? ছোট কাল থেকে সবই তো এমনই দেখছি। আমিতো সবই জানি, আবার কী শেখাবে?
সে সম্পূর্ণ ভুলে গেছে, তার মেমরিতেই নেই যে সে একজন মানুষ ছিল। তার পরিবার ছিল। তাকে এখন থেকে এন্ড্রোমিডাতেই থাকতে হবে। তার মেমরি এন্ড্রোমিডাকে ঘিরেই। সে এই গ্যালাক্সিরই প্রাণী। পৃথিবীর চোখে যে এলিয়েন।

পারিজাত

এক যে ছিল রাজা। ছিল তার বিশাল কোষাগার। সেই কোষাগার সোনা-দানা, মণি-মানিক্যে ভরা ছিল। এই কোষাগারের জন্যে রাজা একটি ভবন তৈরি করেছিলেন। সেখায় পাহারা দিতো ১০০ রক্ষী। তাও রাজা চিন্তায় থাকেন। তার ধন যদি লুঠ হয়ে যায়। তাই তিনি তার মন্ত্রীকে দায়িত্ব দিলেন। কিন্তু মন্ত্রী যে বড়ই ধূর্ত ছিল। তার মাথায় এলো এক দুষ্ট ফন্দি। সে কোষাগার থেকে টাকা সরাবার ফন্দি আটলো। রাতের বেলা সে ঠিক করল রাজার কথা বলে কোষাগার থেকে ধন সরাবে। যেই ভাবা সেই কাজ। রাতে কোষাগার হতে ধন সব থলেতে ভরতে লাগলো। হঠাৎ করে সে একটি সিন্দুক খুলতেই ওমনি সেখানে সাদা কুয়াশায় ছেয়ে গেল। মন্ত্রী-মশাই চোখ ঘষতেই দেখল একদল ভূত। ব্যস, সেই রাতে ভূতের উত্তম-মধ্যম খেয়ে মন্ত্রী অজ্ঞান হয়ে গেল। পরেরদিন সে উঠে দেখল, সে কারাগারে।

পাহি লীলাবতী

একটি ছোট শহরে একটি ছোট্ট ছেলে থাকত ডেক্সেফাইট নামের। সেই পুরো শহরটি পছন্দ করত না। দূরে দূরে থাকত। কেউ তার সাথে মিশতে চেত না। কারণ সে বেশিরভাগ সময় তার বিজ্ঞানাগারে গিয়ে বিভিন্ন পশুপাখির মিশ্রণ ঘটাতো। সেইগুলো বেশিরভাগ সময় নষ্ট হয়ে যেত। একদিন সে এমন একটি প্রাণী বানালো যে সেটি ছুটে গিয়ে শহরটিকে আক্রমণ করা শুরু করে।

সেই প্রাণিটির বড়বড় দাঁত ছিল, বাদুরের মত ডানা, ঘোড়ার মত ক্ষিপ্রতা এবং সেটি ছিল তিন তলা সমান উচু, উচ্চতার। এত মাস পর তার একটি সৃস্টি সত্যি হল এবং শহরটিকে আক্রমণ করে, অনেক মানুষ মরে যাওয়ার পর সেই প্রাণীটি নিজেই মারা যায়। এরা ডেক্সেফাইটকে শহর থেকে বের করে দেয়। এরপর সে নতুন একটি নির্জন গ্রামে গিয়ে তার জীবন আবার নতুন করে তৈরি করে। গোপনে তার এইসব কাজ যদিও চালিয়ে রাখে তবে, কেউ আর সেটি জানতে পারে না।

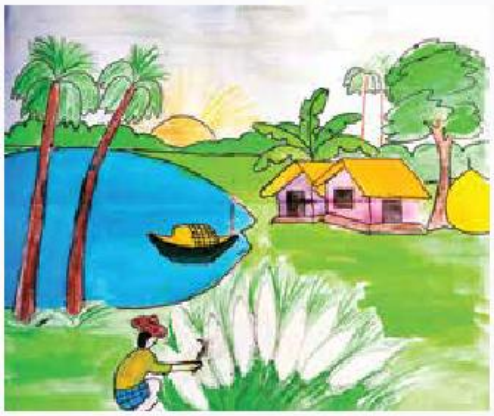

ছবি: নুসরাত জাহান (বিভা), ষষ্ঠ শ্রেণি
কল্যাণপুর মৌজুদাল হক মাধ্যমিক বিদ্যালয়,
আশাশুনি, সাতক্ষীরা

ছবি: শাইমা রহমান প্রেয়া
ভিকারুননিসা নূন স্কুল
বেইলি রোড, ঢাকা

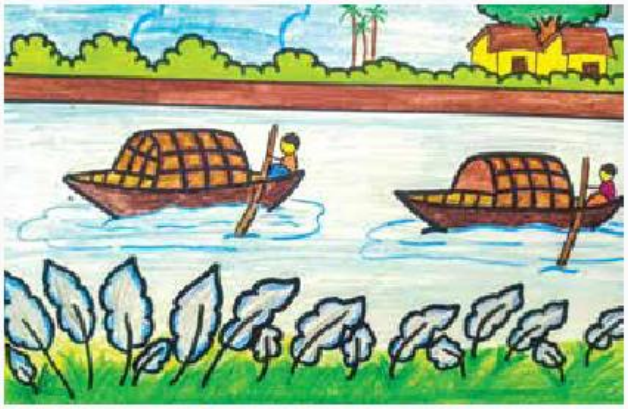

ছবি: রুহানিকা রুহি, দশম শ্রেণি
পিরোজপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
পিরোজপুর

ছবি: আহনাফ মাশরুক, প্রথম শ্রেণি
১৬নং কদমতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
কদমতলা, পিরোজপুর

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠান পরিকল্পনা

২৭ আগস্ট ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ ● ১২ ভাদ্র ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

বাংলাদেশ বেতার ঢাকা

নিত্যতি অধিবেশন

ঢাকা-খ: মধ্যম তরঙ্গ ৮১৯ কিলোহার্জ ও এফ এম ১০০ মেগাহার্জ

রাত

১২-১৫ গোমতীর তীরে:
জাতীয় কবি
কাজী নজরুল ইসলামের
মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে
নিশুতির নাটক
রচনা: ফজলুল করিম
প্রযোজনা: আব্দুস সবুর খান চৌধুরী
(পুন:প্রচার)

২-০০ আমি চিরতরে দূরে চলে যাবো:
জাতীয় কবি
কাজী নজরুল ইসলামের
মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে
বিশেষ গীতি আলেখ্য
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: ইন্দ্রা চক্রবর্তী
সংগীত পরিচালনা:
খায়রুল আলম সাকিল
প্রযোজনা: রাকিবা কবির ও
মো: মনিরুজ্জামান (পুন:প্রচার)

ঢাকা-ক ও খ: মধ্যম তরঙ্গ ৬৯৩ ও ৮১৯ কিলোহার্জ এবং এফএম ১০৬ মেগাহার্জ

সকাল

৬-৩০ নজরুল সংগীত:
সাদিয়া আফরিন মলিক

ঢাকা-ক: মধ্যম তরঙ্গ ৬৯৩ কিলোহার্জ এবং এফএম ১০৬ মেগাহার্জ

সকাল

৭-৫০ নজরুল সংগীত: ইরাসমিন মুশতারী

৮-৩০ দর্পণ: ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
জাতীয় কবি
কাজী নজরুল ইসলামের
মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে
প্রাসঙ্গিক কথা: গ্রন্থনাকারী
ক. এই দিনে:
এই দিনে ঘটে যাওয়া
ঐতিহাসিক ঘটনার তথ্য সংকলন:
গ্রন্থনাকারী
খ. হৃদয়ে নজরুল:
চলচ্চিত্র ও নাটকে জাতীর
কবি কাজী নজরুল ইসলামের
অবদান নিয়ে
প্রতিবেদন: ওয়াসিম আকরাম
গ. কবিতা আবৃত্তি: জাতীয় কবি
কাজী নজরুল ইসলামের
কবিতা 'বিদায় স্মরণে',
আবৃত্তিতে: শেখ সাদি
ঘ. সাহিত্য ও নজরুল:
বাংলা সাহিত্যের কাব্য, গল্প,
উপন্যাস ও প্রবন্ধে জাতীর কবি
কাজী নজরুল ইসলামের
অবদান নিয়ে কথিকা:
ড. সৌমিত্র শেখর
ঙ. আমাদের গান:
নজরুল সংগীত:
আমি চিরতরে দূরে চলে যাবো:
ফিরোজা বেগম
গ্রন্থনা: লালটু হোসাইন
উপস্থাপনা: লালটু হোসাইন ও
তাহমিদা হান্নান
প্রযোজনা: মো: দুলাল হোসাইন

৯-৩৫ ফুলের জলসায় নীরব কেন কবি: জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে শিশু-কিশোরদের বিশেষ অনুষ্ঠান
ক. জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক কথা: গ্রন্থনাকারী
খ. নজরুল সংগীত:
খেলিছ এ বিশ্ব লয়ে:
সায়মা শারমিন ইমা
গ. শিশু সাহিত্যে নজরুল বিষয়ক আসরভিত্তিক আলোচনা
পরিচালনা: কাজী সাকেরা বানু (কাজী ডেইজি)
ঘ. আবৃত্তি: মাঙ্গলিক, আবৃত্তি:
আফরা রাইদা পৃথিয়া
ঙ. জাগো সুন্দর চির কিশোর এর অংশবিশেষ পাঠ:
পাঠে: লামিয়া কবীর সাকা ও ধ্রুব চৌধুরী
চ. নজরুল সংগীত:
ফুলের জলসায় নীরব কেন কবি
শিল্পী: লামিয়া রহমান
গ্রন্থনা: শফিকুল ইসলাম বাহার
উপস্থাপনা: সায়রা আকতার সুখ ও ইসরাত জাহান দিবা
প্রযোজনা: তৃপ্তি কণা বসু

১০-০৫ নজরুল সাহিত্যে দেশপ্রেম: জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণে: ড. সৌমিত্র শেখর, সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম, এ এফ এম হায়াতুল্লাহ
সঞ্চালনে: সুভাশিষ ভৌমিক
প্রযোজনা: মাহফুজুল ইসলাম

১০-৩০ খুঁজি তারে আপনায়: জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিশেষ গীতিআলেখ্য
গ্রন্থনা, উপস্থাপনা ও সংগীত পরিচালনা:
সালাউদ্দিন আহমেদ
প্রযোজনা: রাকিবা কবির ও মো: মনিরুজ্জামান

বেলা

১১-০৫ তোমারে পড়িছে মনে: জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কবিতা আবৃত্তির বিশেষ অনুষ্ঠান
ক. আয়রে আমার চির ত্রিভঙ্গ প্রাণ: টিটো মুন্সী
খ. অভিশাপ:
আবৃত্তিতে উৎপলা ভট্টাচার্য
গ. তোমারে পড়িছে মনে:
অনন্য লাবনী
ঘ. সাজিয়াছি বর মৃত্যুর উৎসবে:
রফিকুল ইসলাম
ঙ. বিদায় বেলা: এনামুল হক বাবু
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মীর মাসরুরুজ্জামান
প্রযোজনা: আশিকুর রহমান

বিকেল

৫-৩০ ওগো বুলবুল:
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে চলচ্চিত্রে নজরুলের গানের ব্যবহার নিয়ে গবেষণাধর্মী গ্রন্থনাবদ্ধ বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: তাপসী মুনীর
প্রযোজনা: মো: মোস্তাফিজুর রহমান

সন্ধ্যা

৬-৩৫ নজরুল সংগীত: প্রিয়াংকো গোপ

রাত

৯-০০ উত্তরণ-বেতার ম্যাগাজিন:
ক. জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক কথা: গ্রন্থনাকারী
খ. কাজী নজরুল ইসলামের বেতার জীবন:
সংগ্রহ ও সংকলন:
মো: মাহবুব হাসান
গ. চলতি বিশ্ব: চলতি বিশ্বে ঘটে যাওয়া প্রাত্যহিক ঘটনাবলি:
সংগ্রহ ও পর্যালোচনা:
অধ্যাপক ড. আবুল মনসুর আহমেদ
ঘ. শিল্প ও শিল্পীর ইতিহাস:
শিল্পের ইতিহাসে নজরুল এক বিস্ময়ের নাম: মহিউদ্দিন তাহের
ঙ. কথিকা:
কবিতা ও গানে বিদ্রোহী নজরুল:
আমিনুল ইসলাম
চ. গান:
নয়ন ভরা জল গো তোমার:
শিল্পী: ফেরদৌস আরা
গ্রন্থনা: আনজির শিটন
উপস্থাপনা: আজহারুল ইসলাম ও তামান্না মিনহাজ
প্রযোজনা: তনুজা মন্ডল

৯-৪৫ সংবাদ প্রবাহ: জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিশেষ বেতার বিবরণী
গ্রন্থনা: ইমরুল হাসান চৌধুরী,
ধারা বর্ণনা: শামীম আহমেদ
প্রযোজনা: মো: দুলাল হোসাইন

১০-০০ বাঁধনহারা: জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে নাটক
মূল রচনা: কাজী নজরুল ইসলাম
বেতার নাট্যরূপ: ড.তারিক মনজুর,
প্রযোজনা: এস এ আবুল হায়াত

ঢাকা- খ: মধ্যম তরঙ্গ ৮১৯ কিলোহার্জ

সকাল

৭-৩০ মহানগর: ঢাকা মহানগর কেন্দ্রিক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান:
ক. জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক কথা: গ্রন্থনাকারী
খ. কথিকা:
অসাম্প্রদায়িক চেতনায় নজরুল:
ড. সুবীর চক্রবর্তী
গ. কবিতা:
মানুষ, কবি কাজী নজরুল ইসলাম:
দেওয়ান সাইদুল হাসান
ঘ. বিদ্রোহী নজরুল:
নজরুলের গানে প্রতিবাদের ভাষা নিয়ে নিবন্ধ: নাশিদ কামাল
ঙ. নজরুল সংগীত:
নহে নহে প্রিয় এ নয় আঁখি জল:
শিল্পী: শাহীন সামাদ
গ্রন্থনা: তনিমা করিম
উপস্থাপনা:
শেখ মো: শাকিল আহমেদ ও তনিমা করিম
প্রযোজনা: তৃপ্তি কণা বসু

সন্ধ্যা

৭-৩০ ফুলের জলসায় নীরব কেন কবি: জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে শিশু-কিশোরদের বিশেষ অনুষ্ঠান
ক. প্রাসঙ্গিক কথা: গ্রন্থনাকারী
খ. নজরুল সংগীত:
খেলিছ এ বিশ্ব লয়ে:
সায়মা শারমিন ইমা
গ. শিশু সাহিত্যে নজরুল বিষয়ক আসরভিত্তিক আলোচনা
পরিচালনা: কাজী সাকেরা বানু (কাজী ডেইজি)
ঘ. আবৃত্তি: মাঙ্গলিক, আবৃত্তি:
আফরা রাইদা পৃথিয়া
ঙ. জাগো সুন্দর চির কিশোর এর অংশবিশেষ পাঠ
পাঠে: লামিয়া কবীর সাকা ও ধ্রুব চৌধুরী
চ. নজরুল সংগীত:
ফুলের জলসায় নীরব কেন কবি
শিল্পী: লামিয়া রহমান
গ্রন্থনা: শফিকুল ইসলাম বাহার
উপস্থাপনা: সায়রা আকতার সুখ ও ইসরাত জাহান দিবা
প্রযোজনা: তৃপ্তি কণা বসু
(পুনঃপ্রচার)

রাত

৮-০০ ওগো বুলবুল: জাতীয় কবি কাজী

নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী
উপলক্ষ্যে চলচ্চিত্রে নজরুলের
গানের ব্যবহার নিয়ে গবেষণাধর্মী
গ্রন্থনাবদ্ধ বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: তাপসী মুনীর
প্রযোজনা: মো: মোস্তাফিজুর রহমান
(পুন:প্রচার)

৮-৩০ তোমারে পড়িছে মনে:
জাতীয় কবি কাজী
নজরুল ইসলামের
মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কবিতা
আবৃত্তির বিশেষ অনুষ্ঠান
ক. আয়রে আমার চির তিক্ত প্রাণ:
টিটো মুন্সী
খ. অভিশাপ: উৎপলা ভট্টাচার্য
গ. তোমারে পড়িছে মনে:
অনন্য লাবনী
ঘ. সাজিয়াছি বর মৃত্যুর উৎসবে:
রফিকুল ইসলাম
ঙ. বিদায় বেলা: এনামুল হক বাবু
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মীর মাসরুরুজ্জামান
প্রযোজনা: আশিকুর রহমান
(পুন:প্রচার)

৯-০০ খুঁজি তারে আপনায়: জাতীয় কবি
কাজী নজরুল ইসলামের
মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিশেষ
গীতিআলেখ্য
গ্রন্থনা, উপস্থাপনা ও সংগীত
পরিচালনা:
সালাউদ্দিন আহমেদ
প্রযোজনা: রাকিবা কবির ও
মো: মনিরুজ্জামান (পুন:প্রচার)

৯-৫০ নজরুল সংগীত

১০-০০ বাঁধনহারা:
জাতীয় কবি কাজী
নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী
উপলক্ষ্যে নাটক
মূল রচনা: কাজী নজরুল ইসলাম
বেতার নাট্যরূপ: ড. তারিক মনজুর
প্রযোজনা: এস এ আবুল হায়াত
(পুন:প্রচার)

বাংলাদেশ বেতার চট্টগ্রাম

সকাল

৬-২৫ নজরুল সংগীত:
প্রভাত বীণা তব বাজে:
ফাহমিদা রহমান

৬-৩৫ নজরুল সংগীত:
ক. আমার কাছে এক খানি গান:
শারমীনা চৌধুরী
খ. ঘুমিয়ে গেছে শ্রান্ত হয়ে:
শারমীনা চৌধুরী

৮-১৫ আলোকপাত: ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. দিবসভিত্তিক আলোচনা:
পাঠে- মেহেবুবা ই ফাতেমা
খ. ইতিহাসের পাতায়
আজকের দিন: উপস্থাপক
গ. সাক্ষাতকার:
অসাম্প্রদায়িক কবি কাজী নজরুল:
ড. মোহাম্মদ মহীবুল আজিজ
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
নিজাম হায়দার সিদ্দিকী
প্রযোজনা: যাকীয়া তাসনীম

৯-৩০ আমাদের দুখুমিয়া: জাতীয় কবি
কাজী নজরুল ইসলামের
মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে
শিশুদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান
ক. শিশু উপস্থাপক
খ. নজরুল পরিচিতি: পরিচালক
গ. নজরুল সংগীত
ঘ. নজরুলের শিশুতোষ রচনাবলী
ঙ. দিবসভিত্তিক কবিতা আবৃত্তি
গ্রন্থনা ও পরিচালনা:
নাজনীন হক
প্রযোজনা: যাকীয়া তাসনীম

বেলা

২-৩০ নজরুল সংগীত: কেয়া লাহিড়ি

বিকাল

৫-৪০ দীপ নিভিয়াছে ঝড়ে: জাতীয় কবি
কাজী নজরুল ইসলামের
মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে
গ্রন্থনাবদ্ধ গানের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী
উপস্থাপনা: গাজী গোলাম মওলা ও
নাসরিন ইসলাম
প্রযোজনা: মো: নাঈম সিদ্দিকী

রাত

৯-১০ বিশেষ বেতার বিবরণী: জাতীয় কবি
কাজী নজরুল ইসলামের
মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে চট্টগ্রামের
বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত
অনুষ্ঠানের ভিত্তিতে বিশেষ
বেতার বিবরণী
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
জামিল উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী
প্রযোজনা:
আহমদ মুনতাসীর মুয়ীয চৌধুরী

১০-০০ মানবতাবাদী নজরুল: জাতীয় কবি
কাজী নজরুল ইসলামের
মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিশেষ
আলোচনা অনুষ্ঠান
পরিচালনা:
আবু সালেহ মো: শামসুদ্দীন
অংশগ্রহণে:
ড. মো: আনোয়ার সাঈদ,
পংকজ দেব অপু, আব্দুস সালাম
প্রযোজনা: শুভাশীষ বড়ুয়া

১০-৩০ দুরন্ত পথিক: জাতীয় কবি কাজী
নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী
উপলক্ষ্যে বিশেষ নাটক
মূল রচনা:
কাজী নজরুল ইসলাম
বেতার নাট্যরূপ:
এ জে এম রবিউল ইসলাম
প্রযোজনা: মো: মঈন উদ্দিন

বাংলাদেশ বেতার রাজশাহী

সকাল

৬-৩০ আমি যেদিন রইবো না গো:
নজরুলের গান ও
চিঠি নিয়ে গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
চিঠি পাঠে: গোলাম মর্তুজা হেনা
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
তানিয়া খন্দকার
প্রযোজনা: ফারজানা ইয়াসমিন

৭-৩০ স্পন্দন: প্রভাতী ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান:
ক. দিবসভিত্তিক প্রাসঙ্গিক কথা:
খ. আজকের রাজশাহী
গ. কথিকা: নজরুল সাহিত্যে
অসাম্প্রদায়িকতা ও
জাতীয় চেতনা: ড. রওশন জাহিদ
ঘ. নজরুল সংগীত: ফিরোজা বেগম
ঙ. নজরুলের বাণী
গ্রন্থনা: এসএম তিতুমীর
উপস্থাপনা: উম্মে শাহরিনা এ্যানি
প্রযোজনা: মো. মাসুম পারভেজ

৯-০৫ নরিরামপুরের দুখু মিয়া:
জাতীয় কবি কাজী
নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী
উপলক্ষ্যে শিশু-কিশোরদের
জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান:
ক. দিবসভিত্তিক আলোচনা:
উপস্থাপক
খ. ভক্তিমূলক নজরুল সংগীত:
মালিহা তাসফিয়া রোদেলা
গ. কবিতা আবৃত্তি: কাজী নজরুল
ইসলামের শিশুতোষ কবিতা আবৃত্তি:

শাহ্‌লা আলম ও আফিয়া জয়নব
ঘ. দরিয়ামপুরে নজরুল
(শিশুতোষ আলোচনা):
নিলুফার সুলতানা
ঙ. নজরুল সংগীত:
দেবাঙ্গনা সরকার সেঞ্জুতি ও
ওয়াফা আহমেদ প্রান্তি
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
ড. শিরিন আখতার
প্রযোজনা: সবুজ কুমার দাস

৯-৪৫ আমি সেই দিন হব শান্ত:
জাতীয় কবি কাজী
নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী
উপলক্ষ্যে নির্বাচিত কবিতার
গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
সুখেন কুমার মুখার্জী
প্রযোজনা: দেওয়ান আবুল বাশার

বেলা

১২-১৫ ফিরিয়া যদি সে আসে:
জাতীয় কবি কাজী
নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী
উপলক্ষ্যে গীতিআলেখ্য
সঙ্গীত পরিচালনা: মঞ্জুশ্রী রায়
গ্রন্থনা: মো. জোনাব আলী
ধারাবর্ণনা: রুখসানা আক্তার লাকী
প্রযোজনা: ফারজানা ইয়াসমিন

১২-৪৫ ভক্তিমূলক নজরুল সংগীত:
সুজাউল হামিদ

২-৩০ মহিলা জগৎ:
মহিলাদের জন্য অনুষ্ঠান
ক. নজরুল সাহিত্যে নারী:
জাকিয়া সুলতানা
খ. নজরুলের 'নারী' কবিতা আবৃত্তি:
নুরজাহান বেগম
গ. নজরুল সংগীত: পল্লিনী দে
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
নুরুন্নাহার শিকদার
প্রযোজনা: ফারজানা ইয়াসমিন

বিকাল

৪-১০ সুখী পরিবার: জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও
পুষ্টি বিষয়ক অনুষ্ঠান
পরিচালনায়:
আনোয়ারুল ইসলাম বকুল
ক. দিবসভিত্তিক আলোচনা:
উপস্থাপক
খ. ইসলামী নজরুল সংগীত
প্রযোজনা: ফারজানা ইয়াসমিন

৫-১০ সাম্যের কবি নজরুল:
জাতীয় কবি কাজী
নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী
উপলক্ষ্যে বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনে: তানিয়া তহমিনা সরকার
প্রযোজনা: এস এম নাদিম সুলতান

সন্ধ্যা

৬-০৫ সবুজ বাংলা:
কৃষিজীবীদের জন্য অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও পরিচালনা:
মো. শরিফুল ইসলাম
অংশগ্রহণে:
মধুমিতা চৌধুরী, ফাতেমা ও
মনিরুজ্জামান
ক. দিবসভিত্তিক আলোচনা:
পরিচালক
খ. নজরুল সংগীত
প্রযোজনা:
এস এম নাদিম সুলতান

রাত

১০-০০ মৃত্যুক্ষুধা: জাতীয় কবি
কাজী নজরুল ইসলামের
মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে নাটক:
মূল কাহিনী: কাজী নজরুল ইসলাম
বেতার নাট্যরূপ:
মোস্তফা মো. আব্দুর রব
প্রযোজনা: আবুল হাসান মো. সাঈদ

বাংলাদেশ বেতার খুলনা

সকাল

৬-৩০ মসজিদেরই পাশে
আমার কবর দিও ভাই:
নির্বাচিত নজরুল সঙ্গীতের
(নজরুলের স্ব-কণ্ঠে গানসহ)
গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও ধারাবর্ণনা: ভারতী ঘোষ
প্রযোজনা: মো: মামুন আকতার

৭-৩০ দৃষ্টিপাত: ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. আজকের ডায়েরি:
শেখ শফিকুল হাসান
খ. এই দিনে: ফারহানা ওহাব প্রমী
গ. নজরুলের কবিতা (বিদ্রোহী)
ঘ. বিদ্রোহী ও বিপ্লবী নজরুল:
মো: মহিবুল্লাহ
ঙ. প্রেমের কবি নজরুল:
মো: দুলাল হোসেন
চ. নজরুল সঙ্গীত
গ্রন্থনা: নাজমুল হক লাকী
প্রযোজনা: শায়লা শারমিন স্নিগ্ধা

৮-৩০ আমার বাবার সময় হলো:
জাতীয় কবি কাজী
নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী
উপলক্ষ্যে বিশেষ গীতিআলেখ্য
গ্রন্থনা: দীপঙ্কর ঘোষ
সঙ্গীত পরিচালনা:
শেখ আলী আহম্মেদ
ধারাবর্ণনা:
নাসিরুজ্জামান ও আতিয়া রব
প্রযোজনা: মো: মামুন আকতার

৯-০৫ অভিযান: জাতীয় কবি
কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী
উপলক্ষ্যে ছোটদের বিশেষ অনুষ্ঠান
ক. দিবস ভিত্তিক আলোচনা:
পরিচালিকা
খ. কবিতা, ছড়া, আবৃত্তি ও
গান সমস্বয়ে দলীয় পরিবেশনা:
পরিবেশনায়: চাঁদের হাট
সাংস্কৃতিক সংগঠন, খুলনা
গ. নজরুলের শিশুতোষ রচনা:
অধ্যাপক আব্দুল মান্নান
ঘ. নজরুলের কবিতা আবৃত্তি:
অর্পণ শুভ্র
ঙ. নজরুল সঙ্গীত: অর্পিতা বসাক
চ. নজরুলের ইসলামী গান:
সাকিকা আমিন
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
এরশাদ সুলতানা মালা
প্রযোজনা: শায়লা শারমিন স্নিগ্ধা

দুপুর

১২-২০ ব্যথা পেলে তব বিদায়ে:
জাতীয় কবি কাজী
নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী
উপলক্ষ্যে কবিতা আবৃত্তির
(নজরুলের স্ব-কণ্ঠে কবিতাসহ)
অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
উম্মে কুলসুম পলি
প্রযোজনা: শায়লা শারমিন স্নিগ্ধা

বিকাল

৪-৩০ ঘরোয়া: মহিলাদের জন্য অনুষ্ঠান
ক. নজরুল সাহিত্যে নারী:
আকরোজ জাহান চৌধুরী কলি
খ. নজরুলের নারী কবিতা আবৃত্তি:
মল্লিকা দাস
গ. নজরুলে ইসলামী গান:
সঙ্গীত শিল্পী শামীম আরা আলী
ঘ. নজরুল সঙ্গীত
পরিচালনা: রমা রহমান
প্রযোজনা: শায়লা শারমিন স্নিগ্ধা

৫-৪০ গানের বুলবুলি: জাতীয় কবি কাজী
নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী
উপলক্ষ্যে গোষ্ঠীভিত্তিক সঙ্গীতানুষ্ঠান
পরিবেশনায়:
সৃজন সঙ্গীত একাডেমি, খুলনা
প্রযোজনা: মো: মামুন আকতার

রাত

৯-০৫ প্রতিধ্বনি: ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: নাসিরুজ্জামান
ক. দিবসভিত্তিক প্রাসঙ্গিক
আলোচনা: উপস্থাপক

খ. আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ:
আহমদ আলী খান
গ. ইতিহাসের যত মুখ:
আবুল কালাম আজাদ
ঘ. নজরুল সঙ্গীত:
শেখ আলী আহমেদ
ঙ. বিজ্ঞান বিচিত্রা: মিশরী বেগম
চ. বন্ধন: শ্রোতাদের চিঠির জবাব:
উপস্থাপক
প্রযোজনা: মো. মোমিনুর রহমান

১০-০০ হেনা: বিদ্রোহী কবি
কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী
উপলক্ষ্যে বিশেষ নাটিক
বেতার নাট্যরূপ: নাজমুস সাদাত
প্রযোজনা: এফ এম সেলিম আখতার

বাংলাদেশ বেতার রংপুর

সকাল

৬-৩৫ জাতীয় কবি কাজী
নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী
উপলক্ষ্যে নজরুল সঙ্গীতের অনুষ্ঠান:
গানের কলি
ক. আমি চিরতরে দূরে চলে যাবো:
জাহাঙ্গীর ইসলাম কবির
খ. বেসুর বীণার ব্যথার সুরে:
শামীম আরা
গ. চিরদিন কাহার সমান:
নীলিমা আক্তার
ঘ. আমি যেদিন রইব না:
সুব্রত কুমার ভট্টাচার্য
ঙ. আমার আপনার চেয়ে:
মিজানুল ইসলাম খান
৯-০৫ জাতীয় কবি কাজী
নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী
উপলক্ষ্যে শিশু-কিশোরদের
অংশগ্রহণে বিশেষ গীতিআলেখ্য
সাহসী কণ্ঠস্বর
গ্রন্থনা: এস এম খলিল বাবু
উপস্থাপনা: নুস্রাইসা তুরিন
সঙ্গীত পরিচালনায়:
কুমারেশ চন্দ্র বর্মন
প্রযোজনা:
মোছা: ফারহানা আর্জুমান বানু

৯-৩০ জাতীয় কবি কাজী
নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী
উপলক্ষ্যে আলোচনা অনুষ্ঠান
অনন্য প্রতিভার নাম
কাজী নজরুল ইসলাম
অংশগ্রহণে:
অধ্যাপক আতাহার আলী খান,
অধ্যাপক মো: শাহ আলম,
তমাল কান্তি লাহিড়ী
গ্রন্থনা ও পরিচালনা:
ড. শাশ্বত ভট্টাচার্য
প্রযোজনা:
মোছা: ফারহানা আর্জুমান বানু

বেলা

২-১০ জাতীয় কবি কাজী নজরুল
ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে
গান ও কবিতা নিয়ে ফেসবুক
ভিত্তিক ফোন-ইন অনুষ্ঠান:
গানে ও কবিতায় নজরুল
সঞ্চালনা: মো: রায়হানুল ইসলাম

বিকাল

৫-১০ জাতীয় কবি কাজী
নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী
উপলক্ষ্যে বিশেষ গীতিআলেখ্য:
বিদায় সন্ধ্যা আসিল ঐ
গ্রন্থনা ও সঙ্গীত পরিচালনা:
মো: তামজিদুর রহমান
উপস্থাপনা:
রাকিউজ্জামান সরকার ও
খাদিজা জাফরিন
প্রযোজনা:
নিশাত তাসনিম কেয়া

রাত

১০-০০ নাটক: শিউলী মালা
রচনা: কাজী নজরুল ইসলাম
বেতার নাট্যরূপ ও প্রযোজনা:
খন্দকার আবুল মাহমুদ

বাংলাদেশ বেতার সিলেট

সকাল

৬-৩৫ কারো ভরসা করিস না তুই:
জাতীয় কবি কাজী
নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী
উপলক্ষ্যে ভক্তিমূলক
ইসলামী গানের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: ডা: মো: জহিরুল ইসলাম
উপস্থাপনা: রাবেয়া বেগম
প্রযোজনা: মোহাম্মদ আব্দুল হক
৭-৩০ নজরুল সঙ্গীত:
ক. মোর না মিটিতে আশা
ভাঙ্গিল খেলা
খ. আমি চিরতরে দূরে চলে যাবো
শিল্পী: তন্বী দেব
৮-৩০ বিচিত্রা: প্রভাতি ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. দিবস ভিত্তিক প্রাসঙ্গিক
আলোচনা: উপস্থাপক
খ. সৌন্দর্য ও মানবতার কবি
কাজী নজরুল: কণিকা
ড. আব্দুর রহিম
গ. নজরুল সঙ্গীত:
মোসাফির মোছরে আঁখি জল:
ফিরোজা বেগম
ঘ. কবিতা আবৃত্তি:
সাম্যবাদী: নাজমা পারভীন
ঙ. কাজী নজরুল ইসলামের
জাতীয় কবির
মর্যাদা লাভে বঙ্গবন্ধুর অবদান:
কথিকা: শিরাকত শাহ ফরিদী
চ. নজরুল সঙ্গীত:
আমি বেদিন রইবো না
গো: ইয়াকুব আলী খান
ছ. আপনার স্বাস্থ্য:
স্বাস্থ্য বিষয়ক কথিকা:
ডা: আরিফুর রহমান
গ্রন্থনা: আবিদ ফায়সাল
উপস্থাপনা: রিফাত আরা ও
মিথুন চন্দ্র দাস
প্রযোজনা: পবিত্র কুমার দাশ
৯-২০ ছোটদের নজরুল:
জাতীয় কবি কাজী
নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী
উপলক্ষ্যে শিশু কিশোরদের অনুষ্ঠান
ক. নজরুলের ছেলেবেলা ও
বাউন্ডুলে জীবন:
শিশুতোষ আলোচনা:
অধ্যাপক তাপসী চক্রবর্তী
খ. সমবেত নজরুল সঙ্গীত:
খেলিছ এ বিশ্বলয়ে
বিরাট শিশু আনমনে
গ. কবিতা আবৃত্তি:
চির শিশু: সম্প্রীতি চক্রবর্তী রাই
ঘ. সমবেত নজরুল সঙ্গীত:
আমার যাবার সময় হলো
ঙ. নজরুল রচনায় সাম্য ও
অসাম্প্রদায়িকতা:
সাইদুর রহমান ভূঁইয়া
গ্রন্থনা: কামরুন্নাহার শফিক
উপস্থাপনা: ঐশি বাড়ৈ
প্রযোজনা: মো: দেলওয়ার হোসেন

দুপুর

১২-১৫ আজকের সংবাদপত্র:
জাতীয় ও স্থানীয় দৈনিক

সংবাদপত্রের শিরোনামের (কবি নজরুলের মৃত্যুবার্ষিকীসহ) উপর ভিত্তি করে পর্যালোচনা মূলক অনুষ্ঠান
পর্যালোচনা:
তাপস দাস পুরকায়স্থ
উপস্থাপনা: আল আজাদ
প্রযোজনা: পবিত্র কুমার দাশ

বেলা

১-৩০ মৃদঙ্গ: মনিপুরীদের জন্য অনুষ্ঠান
ক. বাংলা সাহিত্যে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের অবদান: কথিকা: শংকর সিংহ
খ. গীতিনকশা পরিবেশন:
মিনতী দেবী ও সঙ্গীরা
ধারাপিপি রচনা ও পরিচালনা:
লোংপকলৈ সিনহা
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

২-০৫ সবুজ মেলা: কিশোর কিশোরীদের জন্য ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. বিদ্রোহী কবি নজরুলের জীবন ও কর্ম: কথিকা: অর্শিরুদ্র পাল
খ. নজরুল সঙ্গীত: দূর দ্বীপবাসিনী
গ. কবিতা আবৃত্তি (পিচ্চি চোর):
সামিহা সালসাবিন
ঘ. নজরুল কাব্যে দেশ প্রেম:
কথিকা: তানজিলা খালিদ
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
ফারিয়া তাসনিম প্রিমা
প্রযোজনা:
মো: দেলওয়ার হোসেন

২-৩০ বাংলা সাহিত্যাকাশের প্রথিতযশা নক্ষত্র কবি নজরুল:
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান:
সঞ্চালনা: নাজমা পারভীন
প্রযোজনা:
মো: দেলওয়ার হোসেন

৩-৫৫ নজরুল রচিত দেশাত্মবোধক গান

বিকাল

৪-৩৫ পথ চলিতে যদি চকিতে:
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে নজরুল সঙ্গীত শিল্পীদের অংশগ্রহণে বিশেষ সঙ্গীতানুষ্ঠান
সঙ্গীত পরিচালনা:
দেবাশীষ বন্দোপাধ্যায়
গ্রন্থনা: মো: এনায়েত আলী
উপস্থাপনা:
সৈয়দ সাইমুম আজুম ইভান
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

সন্ধ্যা

৬-০৫ শ্যামল সিলেট:
কৃষি বিষয়ক আঞ্চলিক অনুষ্ঠান
প্রসঙ্গ কথা: জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী: উপস্থাপক
পরিচালনা: মো: আব্দুল মালিক
প্রযোজনা:
মো: দেলওয়ার হোসেন

রাত

৯-০৫ বিদায় বেলায়: জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
পরিচালনা:
শামীমা চৌধুরী
প্রযোজনা:
প্রদীপ চন্দ্র দাস

১০-০০ কমলে কামিনী:
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিশেষ নাটক
বেতার নাট্যরূপ:
মো: শমসের হোসাইন
প্রযোজনা: পবিত্র কুমার দাশ

১০-৪৫ চিরন্তনী:
ভক্তিমূলক নজরুল সঙ্গীত
ক. রোজ হাশরে আল্লাহ আমার
খ. মসজিদেরই পাশে
আমার কবর দিও ভাই
শিল্পী: সোহরাব হোসেন

বাংলাদেশ বেতার বরিশাল

সকাল

৬-৫০ একি অপরূপ রূপে মা তোমায়
দেশাত্মবোধক নজরুল সঙ্গীত
শিল্পী: শামীমা মাসউদ মুন্নী, প্রিয়বল্লভ কর্মকার

৭-৩০ আমি যুগে যুগে আসি:
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম এর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে বিশেষ আলেখ্যানুষ্ঠান
গবেষণা ও গ্রন্থনা:
শেখ কামরুন নাহার কাদির
বর্ণনা: রওনক জাহান
ক. কবিতা আবৃত্তি:
মুনিরা রহমান রুচি ও সপ্তর্ষি রায়
খ. ছোটদের নজরুল:
কথিকা: নিহার বিন্দু বিশ্বাস
গ. নজরুল সঙ্গীত:
প্রেয়সী দাস ও নবনীল নন্দী
প্রযোজনা:
হাসনাইন ইমতিয়াজ

১০-০৫ নজরুল রচনায় দেশপ্রেম:
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম এর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনায়:
সঞ্জয় কুমার সরকার
অংশগ্রহণে:
প্রফেসর মো: মোয়াজ্জেম হোসেন, শারমিন আক্তার
প্রযোজনা:
হাসনাইন ইমতিয়াজ

বিকাল

৪-২০ বিদায়-স্মরণে:
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম এর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
দেবাশীষ হালদার
অংশগ্রহণে: রতন দাস বাবলী, শাহানুর খানম
প্রযোজনা:
হাসনাইন ইমতিয়াজ

৪-৩৫ অনন্যা:
মহিলাদের জন্য অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মাহাবুবা হুসাইন চৌধুরী
ক. দিবসভিত্তিক আলোচনা:
পরিচালক
খ. নারীদের উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর অবদান:
কথক: টুনু রানী কর্মকার
গ. নজরুল সংগীত
ঘ. নজরুল সাহিত্যে নারী:
কথক: জাহানারা বেগম
প্রযোজনা:
হাসনাইন ইমতিয়াজ

৫-১৫ আমি যে দিন রইবনা-গো:
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম এর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে গীতি আলোখ্য
গ্রন্থনা: পার্থ সারথি
সংগীত পরিচালনা:
নুরুল আমিন চৌধুরী
বর্ণনা: জান্নাতুল ফেরদৌস
প্রযোজনা:
হাসনাইন ইমতিয়াজ

৬-৪০ আমি চিরতরে দূরে চলে যাব:
নজরুল সংগীতের অনুষ্ঠান
শিল্পী:
বশিরুল হক বাদল, নিপা রায়

বাংলাদেশ বেতার ঠাকুরগাঁও

সকাল

৭-৩০ অগ্নিবীণা: নজরুল সঙ্গীতের অনুষ্ঠান
৮-৩০ উত্তরাচল:
প্রাত্যহিক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. দিবসভিত্তিক আলোচনা:
উপস্থাপক
খ. কাজী নজরুল ইসলামের
ভাষণ ও তাৎপর্য: কথিকা
কথক: মনিশংকর দাশ গুপ্ত
গ. কাজী নজরুল ইসলাম স্মরণে
কবিতা আবৃত্তি
কবিতা: মানুষ আবৃত্তিতে:
আব্দুমান আরা কলি
ঘ. নজরুল সঙ্গীত
গ্রন্থনা: দিলীপ কুমার সাহা
উপস্থাপনা:
কানিজ ফাহিমা ফেরদৌস ও
রফিকুল ইসলাম
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার
৯-২০ জাতীয় কবি কাজী
নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী
উপলক্ষ্যে শিশু-কিশোরদের
অংশগ্রহণে বিশেষ অনুষ্ঠান:
ঝিলমিল
ক. নজরুলের দলীয় সংগীত
(সমবেত কণ্ঠে)
খ. নজরুলের শিশুতোষ আলোচনা:
মো: আকতারুজ্জামান
গ. কাজী নজরুলের একক গান:
ঘ. কাজী নজরুলের কবিতা আবৃত্তি:
সঙ্গীত পরিচালনা: উত্তম চন্দ্র রায়
গ্রন্থনা: লাইলী বেগম
উপস্থাপনা: রাওনাক নানজিবা
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার
১০-১০ নজরুল সংগীত:
ক. তুমি সুন্দর তাই:
সুবোধ চন্দ্র পাল
খ. রোজ হাশরে আল্লাহ:
এ্যাডভোকেট মনিকা মল্লিক
গ. আমার গানের মালা:
গৌরাঙ্গ শীল
ঘ. মোর প্রিয়া হবে:
মো: হুমায়ুন ইসলাম
ঙ. রুমঝুম রুমঝুম: রোজিনা বেগম
১০-৩০ জাতীয় কবি কাজী
নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী
উপলক্ষ্যে বিশেষ
আলোচনা অনুষ্ঠান: তৎকালীন সমাজ
রাজনীতি ও নজরুল
সঞ্চালনা: মো: ফরহাদুল ইসলাম
অংশগ্রহণে: মামুনুর রশিদ,
বেগম জান্নাতুন নাহার, আলী মনসুর
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার

বিকাল

৪-৩৫ ঘুমিয়ে গেছে শ্রান্ত হয়ে:
জাতীয় কবি কাজী
নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী
উপলক্ষ্যে কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মোস্তাক আহমদ
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার
৫-১০ আমারে দেবনা ভুলিতে:
জাতীয় কবি কাজী
নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী
উপলক্ষ্যে নজরুল সঙ্গীতের
বিশেষ গীতি আলেখ্য অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মনতোষ কুমার দে
সঙ্গীত পরিচালনা:
লক্ষ্মি কান্ত রায়
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার
৫-৪০ নজরুল সঙ্গীত

বাংলাদেশ বেতার কক্সবাজার

সকাল

১০-০৫ মনে রেখ আমার জ্যোৎস্নার মত:
জাতীয় কবি নজরুল ইসলামের
মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে গ্রন্থনাবদ্ধ
নজরুল সংগীতের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
রুবিনা আকতার
১০-৩০ বাবুদের ডাল পুকুরে:
জাতীয় কবি কাজী
নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী
উপলক্ষ্যে শিশু কিশোরদের জন্য
বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. নজরুল এর কবিতা থেকে
আবৃত্তি: আদিত্য সিকদার প্রিন্স
খ. জাতীয় কবি কাজী
নজরুল ইসলামের শিশুতোষ লেখা
নিয়ে আলোচনা: আহসানুল হক
গ. নজরুল সংগীত: পুষ্পি দাশ
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: অভ্র বড়ুয়া
প্রযোজনা: মো: সুলতান আহমেদ

দুপুর

১২-১০ ওগো কার তরী ধায়:
জাতীয় কবি নজরুল ইসলামের
মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কবিতা
আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
নীলোৎপল বড়ুয়া
প্রযোজনা: মো: সুলতান আহমেদ
১-৩৫ বিদ্রোহী রণক্লান্ত: জাতীয় কবি কাজী
নজরুল ইসলাম এর মৃত্যুবার্ষিকী
উপলক্ষ্যে বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণে: শহীদুল ইসলাম,
রোমেনা আকতার,
পরিচালনা: সিরাজুল হক সিরাজ
প্রযোজনা: মো: সুলতান আহমেদ

বেলা

২-৩০ মসজিদেরই পাশে আমার:
নজরুল সংগীতের অনুষ্ঠান
৩-০৫ ব্যথার দান: জাতীয় কবি কাজী
নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী
উপলক্ষ্যে বিশেষ নাটক
বেতার নাট্যরূপ: সুশোভন চৌধুরী
নির্দেশনা: জলিম উদ্দিন বকুল
প্রযোজনা: মো: সুলতান আহমেদ
৩-৩৫ আমারে দেব না ভুলিতে:
জাতীয় কবি কাজী
নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী
উপলক্ষ্যে বিশেষ গীতিআলেখ্য
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: পরীক্ষিৎ বড়ুয়া
সংগীত পরিচালনা: বশিরুল ইসলাম
প্রযোজনা: কাজী মো: নুরুল করিম

বাংলাদেশ বেতার রাঙামাটি

বেলা

১১-১২ অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও
মানবতার কবি নজরুল:
জাতীয় কবি কাজী
নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী
উপলক্ষ্যে আলোচনা অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মুজিবুল হক বুলবুল
প্রযোজনা: মো: জাকারিয়া সিদ্দিকী

১১-৪০ বিদায় স্মরণে:
জাতীয় কবি কাজী
নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী
উপলক্ষ্যে কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান:
ক. দুঃখের বন্ধু: রিপন দাশ
খ. জাগো মুসাফির:
তাওফিক হোসেন কবির
গ. নবযুগ: সৌমেন দে
ঘ. প্রাণ: মুন চাকমা
ঙ. পথ হারা: পম্পি বড়ুয়া
চ. প্রার্থনা: জান্নাতুল ফেরদৌস
ছ. রাখীবন্ধন: অরুণা দত্ত
জ. সন্ধ্যাতারা: অঞ্জনা চাকমা
ঝ. মামাবাড়ী: হেনোয়ারা বেগম
ঞ. কাণ্ডারী: চৈতি ঘোষ
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মো: কামরুজ্জামান
প্রযোজনা: মো: জাকারিয়া সিদ্দিকী

দুপুর

১২-০৭ হিন্দোল:
নজরুল সঙ্গীতের গ্রন্থিত অনুষ্ঠান

১-১০ আগামী: জাতীয় কবি কাজী
নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী
উপলক্ষ্যে শিশু-কিশোরদের
অংশগ্রহণে বিশেষ অনুষ্ঠান:
ক. নজরুল সঙ্গীত: ইউমি বড়ুয়া
খ. নজরুলের সাহিত্যে শিশু:
হাসিনা বেগম
গ. নজরুলের কবিতা আবৃত্তি:
আরুশা তাসনিম
ঘ. নজরুল সঙ্গীত: ছুঁই দে
ঙ. নজরুলের গল্প অভিনয়:
শ্রেষ্ঠা দেব
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: কলি চাকমা
প্রযোজনা: মো: জাকারিয়া সিদ্দিকী

১-৪০ নজরুল সাহিত্যে নারী:
জাতীয় কবি কাজী
নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী
উপলক্ষ্যে মহিলাদের অংশগ্রহণে
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণে: অঞ্জলিকা খীসা,
টিনা চাকমা, সূচনা আক্তার
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: যশস্বী চাকমা
প্রযোজনা: মো: জাকারিয়া সিদ্দিকী

বেলা

২-৪০ ব্যথাতুর হৃদয় কাঁদিছে:
জাতীয় কবি কাজী
নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী
উপলক্ষ্যে যুব সমাজের জন্য অনুষ্ঠান
ক. দ্বৈতকণ্ঠে নজরুল সঙ্গীত:
তন্ত দে ও অংকিতা চক্রবর্তী
খ. নজরুলের প্রেম বিরহ জ্বালা:
আয়েশা জাহান
গ. নজরুলের কবিতা আবৃত্তি:
জান্নাতুল ফেরদৌস তমালিকা
ঘ. নজরুল গীতি
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মৌমিতা দে

বিকাল

৪-৩০ গিরিসম্ভার: তথ্য, বিনোদন ও
প্রচারণামূলক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
প্রসঙ্গকথা: কর্তব্যরত উপস্থাপক
ক. নজরুল সঙ্গীত
খ. নজরুলের সংগ্রামী জীবন ও
বাংলা সাহিত্যে অবদান:
হাসান মাহমুদ মনজু
গ. নজরুলের কবিতা আবৃত্তি
ঘ. রুপালী ও গ্রীয়াজগৎ:
বৈশাখী চাকমা
প্রযোজনা: মো: জাকারিয়া সিদ্দিকী

বাংলাদেশ বেতার বান্দরবান

বেলা

১১-২০ আমি চিরতরে দূরে চলে যাবো:
জাতীয় কবি কাজী
নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী
উপলক্ষ্যে গানের অনুষ্ঠান:
ক. প্রিয় যাই যাই বলো না:
বৈশাখী দাশ
খ. আজ কাঁদে কাননে:
রত্না সরকার
গ. মোর ঘুম ঘোরে এলে মনোহর:
মৌমিতা দাশ
ঘ. ফুলের জলসায় নীরব কেন:
সুমিতা দেবী
ঙ. বুলবুলি নিরব নার্গিস বনে:
ঐশি দেওয়ানজী
চ. আমি চিরতরে দূরে চলে যাবো:
তন্ত দাশ
ছ. নয়ন ভরা জল গো তোমার:
মনির হোসেন

১২-১৫ অপরূপা বান্দরবান:
বেতার ম্যাগাজিন
ক. দিবসভিত্তিক আলোচনা:
উপস্থাপক
খ. চলতি বিশ্ব:
বিশ্বের বিভিন্ন এলাকার ঘটে
যাওয়া প্রাত্যহিক ঘটনাবলী
সংগ্রহ ও সংকলনে:
মিনারুল হক
গ. কথিকা:
নজরুলের গানে বিদ্রোহের স্বরূপ
কথক: মো: শওকত আকম
ঘ.কবির স্বকণ্ঠে আবৃত্তি
ঙ.নজরুল সঙ্গীত: আমার যাবার
সময় হলো, দাও বিদায়
চ. কাজী নজরুল ইসলাম রচিত
জিনের বাদশা নাটকের অংশবিশেষ
পাণ্ডুলিপি পাঠে:
উষামথিন মারমা
গ্রন্থনা:
মো: শওকত আকম
উপস্থাপনা: চন্দ্রিমা বড়ুয়া ও
নেসার আহমেদ জাকির
প্রযোজনা: প্রকাশ কুমার নাথ

৩-৩০ বসিয়া বিজনে একা কেন মনে:
জাতীয় কবি কাজী
নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী
উপলক্ষ্যে বিশেষ গীতিআলেখ্য
গবেষণা ও গ্রন্থনা:
সুমিতা দেবী
উপস্থাপনা:
নাদিয়া সুলতানা লোপা ও
হারুন অর রশিদ
প্রযোজনা:
প্রকাশ কুমার নাথ

বিকাল

৫-১০ আমাদের স্বাধীকার
আন্দোলন ও নজরুল:
জাতীয় কবি কাজী
নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী
উপলক্ষ্যে বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণে: মেহেদী হাসান,
আরফান হাবীব
সঞ্চালনে: মোহাম্মদ ইয়াকুব
প্রযোজনা:
মো: মামুনুর রহমান

৫-৩৫ অবেলার ডাক:
জাতীয় কবি কাজী
নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী
উপলক্ষ্যে কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
ক. অবেলার ডাক:
আবৃত্তি: নেসার আহমেদ জাকির
খ. শেষের গান:
আবৃত্তি: মৌমিতা চৌধুরী
গ. তুমি মোরে ভুলিয়াছ:
আবৃত্তি: মিলন কুমার ভট্টাচার্য
ঘ. বিদায় বেলা:
আবৃত্তি: জয়ন্তী চৌধুরী
ঙ.আমার কবিতা তুমি:
আবৃত্তি: প্রকাশ বড়ুয়া
গ্রন্থনা: আমিনুর রহমান প্রামানিক
উপস্থাপনা: তাহিয়া রহমান
প্রযোজনা:
এ বি এম রফিকুল ইসলাম

৬-০৫ নাটক: পরি
কাহিনী: কাজী নজরুল ইসলাম
বেতার নাট্যরূপ: বিশ্বজিৎ ঘোষ
প্রযোজনা: সৈয়দ শামসুর রহমান

বাংলাদেশ বেতার কুমিল্লা

সকাল

১১-৩০ অন্তরে তুমি আছ:
জাতীয় কবি কাজী
নজরুল ইসলামের ভক্তিমূলক গান
নিয়ে গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: সুমন চক্রবর্তী
উপস্থাপনা: সুমন চক্রবর্তী ও
চৈত্তি দেবনাথ বৃষ্টি
প্রযোজনা:
এ এইচ এম মেহেদি হাছান

দুপুর

১২-০৫ জাতীয় কবি কাজী
নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী
উপলক্ষ্যে বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
বাংলা সাহিত্যে নজরুল
সঞ্চালনা: নুর মোহাম্মদ রাজু
প্রযোজনা: ফাহাদ হোসেন মোল্লা

১২-৪০ নজরুল সংগীত নিয়ে
গ্রন্থনাবদ্ধ গানের অনুষ্ঠান:
আমার যাবার সময় হলো
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
গুরুদাস ভট্টাচার্য্য
প্রযোজনা:
এ এইচ এম মেহেদি হাছান

বেলা

১-০৫ কুমিল্লায় নজরুল:
জাতীয় কবি কাজী
নজরুল ইসলামের
মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিশেষ
আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা: পীযূষ কুমার ভট্টাচার্য্য
প্রযোজনা: ফাহাদ হোসেন মোল্লা

১-৩০ প্রজাপতি প্রজাপতি:
শিশু-কিশোরদের
অংশগ্রহণে বিশেষ
ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. নজরুল সংগীত: স্বর্ণা চক্রবর্তী
খ. আমাদের দুখু মিয়া:
প্রফেসর সেলিনা রহমান
গ.কবিতা আবৃত্তি: প্রজ্ঞা চক্রবর্তী
ঘ.সমবেত কণ্ঠে নজরুল সংগীত
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মাজমুন সাহার পূর্ণি
প্রযোজনা: ফাহাদ হোসেন মোল্লা

২-৩০ তবু আমারে দেবনা ভুলিতে:
কাজী নজরুল ইসলামের
মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে
বিশেষ গীতি আলেখ্য
গবেষণা ও গ্রন্থনা: দুলাল পোদ্দার
প্রযোজনা:
এ এইচ এম মেহেদি হাছান

বিকাল

৪-০৫ জাগো নারী বহ্নিশিখা:
নারীসমাজের অংশগ্রহণে
বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. নজরুল সাহিত্যে নারী:
হাজিরা আক্তার
খ. দিবসভিত্তিক আবৃত্তি:
সোহানা শারমিন রাকা
গ. নজরুল সাহিত্যে দেশপ্রেম:
তাহমিনা আক্তার
ঘ. নজরুল সংগীত: সুলক্ষনা দাস
গ্রন্থনা: প্রফেসর সেলিনা রহমান
উপস্থাপনা: স্নিগ্ধা চক্রবর্তী
প্রযোজনা:
এ এইচ এম মেহেদি হাছান

৪-৪০ বেতারে নজরুল:
জাতীয় কবি কাজী নজরুল
ইসলামের স্ব-কণ্ঠে আবৃত্তি, গান ও
তাঁর রচিত প্রবন্ধ এবং
নাট্যাংশ নিয়ে গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
ক. বাংলাদেশ বেতারে কাজী
নজরুল ইসলামের স্মৃতি
খ. কাজী নজরুল ইসলামে
স্ব-কণ্ঠে আবৃত্তি
গ. কাজী নজরুল ইসলামের
স্ব-কণ্ঠে গান
ঘ. কাজী নজরুল ইসলাম
রচিত নাট্যাংশ
ঙ. নজরুল সংগীত:
ফিরোজা বেগম
গ্রন্থনা: মোহাম্মদ রাফিকুল হাসান
উপস্থাপনা: উত্তম বহ্নি সেন
প্রযোজনা: রায়হান হোসেন

৫-৩৫ জাতীয় কবি কাজী
নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী
উপলক্ষ্যে কুমিল্লায় আয়োজিত
বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালার
উপর ভিত্তি করে একটি
বিশেষ বেতার বিবরণী অনুষ্ঠান
ধারণ, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মাহতাব উদ্দিন মজুমদার
প্রযোজনা: ফাহাদ হোসেন মোল্লা

৬-০৫ নাটক:
শিউলীমালা:
মূল রচনা:
কাজী নজরুল ইসলাম
বেতার নাট্যরূপ: শাহজাহান চৌধুরী
প্রযোজনা:
সৈয়দ মো: বিলাল উদ্দিন

সন্ধ্যা

৬-৩০ মসজিদেরই পাশে
আমায় কবর দিয়ো ভাই:
জাতীয় কবি কাজী নজরুল
ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে
নজরুলের গান নিয়ে
বিশেষ গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মাহতাব সোহেল
প্রযোজনা:
এ এইচ এম মেহেদি হাছান

বাংলাদেশ বেতার গোপালগঞ্জ

সকাল

৯-০৫ আমার বাবার সময় হলো:
জাতীয় কবি কাজী
নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী
উপলক্ষ্যে গানের গ্রন্থনাবদ্ধ
বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: সিফাত বিনতে জামান রাকা
উপস্থাপনা: জীবানন্দ ঠাকুর ও
সিফাত বিনতে জামান রাকা
প্রযোজনা: হুমায়ুন কবির

১০-০৫ প্রেম ও বিপ্লবের কবি নজরুল:
জাতীয় কবি কাজী
নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী
উপলক্ষ্যে বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা:
নিহার রঞ্জন কান্তি লাল
অংশগ্রহণে: মো: শাহ আলম,
শাহনাজ রেজা এ্যানি,
জাকিয়া সুলতানা মুক্তা
প্রযোজনা: হুমায়ুন কবির

১০-৩৫ শিউলিমালা:
নজরুল সঙ্গীতের অনুষ্ঠান

দুপুর

৩-৩৫ মসজিদেরই পাশে আমায়
কবর দিও ভাই:
নজরুল সঙ্গীতের অনুষ্ঠান

বিকাল

৪-০৫ বিদায় বেলায়:
জাতীয় কবি কাজী
নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী
উপলক্ষ্যে কবিতা আবৃত্তির
বিশেষ অনুষ্ঠান
আবৃত্তিতে:
ড. মো: গোলাম ফেরদৌস ও
সুস্তি রায়
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: রবিউল ওহাব

প্রযোজনা: ফয়সাল মাহমুদ
৫-১০ নাটক: শিউলিমালা: জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিশেষ নাটক রচনা: কাজী নজরুল ইসলাম বেতার নাট্যরূপ: অশোক কুমার বিশ্বাস প্রযোজনা: হুমায়ুন কবির

বাংলাদেশ বেতার ময়মনসিংহ

সকাল

৮-২০ পূর্বাশা: প্রতিদিন ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. প্রসঙ্গকথা
খ. ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী নিয়ে প্রতিবেদন: মুক্তিযুদ্ধ প্রতিদিন
গ. বাংলাদেশ ও বিশ্ব ইতিহাসে এই দিনে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর তথ্য: ইতিহাসের এই দিনে
ঘ. নিবন্ধ/কথিকা: সাম্য ও মানবতার কবি: অধ্যাপক জান্নাতুল ফেরদৌস
ঙ. কবিতা আবৃত্তি: শেষের ডাক: হায়াতউল্লাহ
চ. নজরুল সংগীত: দূর দীপ বাসিনী: ফেরদৌস আরা
গ্রন্থনা: শাহানা বেগম
উপস্থাপনা:
কর্তব্যরত ঘোষক/ঘোষিকা

৯-৪০ দূর আকাশের তাঁরা: জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে নজরুল সঙ্গীতের বিশেষ অনুষ্ঠান
ক. ফুলের জলসায় নিবর কেন কবি: সালাহউদ্দিন আহম্মেদ
খ. হারালো হিয়ায় নিকুঞ্জ: শেলু বড়ুয়া,
গ. গান গুলি মোর: মাসুদা আনাম কল্পনা,
আমি চিরতরে দূরে: ফেরদৌস আরা
আমি যুগে যুগে আসিয়াছি: সমবেত কণ্ঠে

১০-১০ বনবিহঙ্গ: জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে নজরুল রচিত লোকগীতির অনুষ্ঠান
ক. নদীর নাম সই অজনা:

প্রযোজনা: মো: জাকিরুল ইসলাম
আব্বাসউদ্দিন
খ. বনবিহঙ্গ যাওরে উরে: ফিরোজা বেগম,
গ. নিম ফুলের মৌপিয়ে: অঞ্জলি মুখোপাধ্যায়

১০-২০ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে নজরুল রচিত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গান:
ক. তোরা সব জয়ধ্বনি কর: সমবেত কণ্ঠে
খ. এই শিকল পরা: সমবেত কণ্ঠে
গ. কারার ঐ লৌহ কপাট: সমবেত কণ্ঠে

বিকাল

৫-২০ সঞ্চিতা: জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কবিতার গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: স্বর্ণা চাকলাদার
প্রযোজনা: মো: জাকিরুল ইসলাম

জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেল

সকাল

৭-২০ সুখের ঠিকানা
ক. জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে উপস্থাপক কর্তৃক আলোকপাত
খ. নজরুল সংগীত: আমি চিরতরে দূরে চলে যাব (অংশবিশেষ)
শিল্পী: সোহরাব হোসেন
সাক্ষাৎকার প্রদানে: ডা. নাদিরা আফরোজ
সাক্ষাৎকার গ্রহণে: ডা. তরিন আঞ্জুম
প্রযোজনা: সাহিদা মজুমী

বেলা

১১-৩০ স্বাস্থ্যই সুখের মূল
ক. জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে উপস্থাপক কর্তৃক আলোকপাত
খ.আলোচনা অনুষ্ঠান: সাম্যবাদী নজরুল
সাক্ষাৎকার প্রদানে: ডা. শাহমুহাম্মদ বুলবুল ইসলাম
সাক্ষাৎকার গ্রহণে: তামান্না মিনহাজ
গ.নজরুল গীতি: ওগো সুন্দর তুমি আসিবে বলে
শিল্পী: দিলরুবা আনাম
সাক্ষাৎকার প্রদানে: জিন্নাত আরা
সাক্ষাৎকার গ্রহণে: মো: জোবায়েদ হোসেন পলাশ
গ্রন্থনা: আমিনুল ইসলাম মঞ্জু
উপস্থাপনা: ফাহমিদা খান ও আমিনুল ইসলাম মঞ্জু
প্রযোজনা: মোহাম্মদ ইফফাতুর রহমান

বিকাল

৪-০৫ এসো গড়ি ছোট পরিবার
ক. জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে উপস্থাপক কর্তৃক আলোকপাত
খ.নজরুল সঙ্গীত: আমার আপনার চেয়ে আপন কোন
শিল্পী: ইয়াকুব আলী
সাক্ষাৎকার প্রদানে: ডা. হেলেনা জাবীন
সাক্ষাৎকার গ্রহণে: ডা. তরিন আঞ্জুম
গ্রন্থনা: শাহীনুর রহমান
উপস্থাপনা: আমেনা ফেরদৌস মনি ও শাহীনুর রহমান
প্রযোজনা: তোফাজ্জল হোসেন

রাত

৮-১০ সুখী সংসার
ক. জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে উপস্থাপক কর্তৃক আলোকপাত
খ. নজরুল সঙ্গীত: শূন্য এই বুকে,
শিল্পী: ফেরদৌস আরা
অবাবদানে: এসএম জাহিদ হোসেন
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: লায়লা আরিয়ানী হোসেন
প্রযোজনা: তোফাজ্জল হোসেন

কৃষি সার্ভিস দপ্তর

সকাল

৬-৫০ কৃষি ও পরিবেশ ভিত্তিক অনুষ্ঠান:
কৃষি সমাচার জাতীয় কবি কাজী
নজরুল ইসলাম-এর
মৃত্যুবার্ষিকী ও শোকের
মাস আগস্ট উপলক্ষ্যে
প্রাসঙ্গিক কথা: উপস্থাপক
ক. বাংলাদেশের প্রকৃতি কৃষি, কৃষক
ও কবি কাজী নজরুল ইসলাম:
কথক: সালাউদ্দিন আহমেদ
খ. নজরুল সংগীত:
বাগিচায় বুলবুলি তুমি:
সালাউদ্দিন আহমেদ
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
শফিকুল ইসলাম বাহার
প্রযোজনা:
রনিয়া সুলতানা

সন্ধ্যা

৬-০৫ সোনালী ফসল:
আঞ্চলিক অনুষ্ঠান জাতীয় কবি
কাজী নজরুল ইসলাম-এর
মৃত্যুবার্ষিকী ও শোকের মাস আগস্ট
উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক কথা:
আসরের পরিচালক ও শিল্পীবৃন্দ
ক. কৃষকের বন্ধু নজরুল কৃষিবিদ:
কথক: ড. মো: জাহাঙ্গীর আলম
খ. নজরুল সংগীত:
নুরের ও দরিয়া:
সাঈদা আক্তার নেলী
আসর পরিচালনা:
আলহাজ ফারুক আহমেদ
প্রযোজনা: রনিয়া সুলতানা

৭-০৫ দেশ আমার মাটি আমার:
জাতীয় অনুষ্ঠান জাতীয় কবি
কাজী নজরুল ইসলাম-এর
মৃত্যুবার্ষিকী ও শোকের মাস আগস্ট
উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক কথা:
আসরের পরিচালক ও শিল্পীবৃন্দ
ক. জাতীয় কবি কাজী
নজরুল ইসলাম এর মৃত্যুবার্ষিকী
উপলক্ষ্যে বিশেষ কথিকা:
নজরুল সাহিত্যে কৃষি ভাবনা:
তারিক মনজুর
খ. নজরুল সংগীত:
মসজিদেরই পাশে আমার
কবর দিও ভাই:
খালেদ হোসাইন
গ. বিজ্ঞপ্তি/সমাপ্তি
আসর পরিচালনা:
আব্দুলসবুর খান চৌধুরী
প্রযোজনা: জান্নাতুল ফেরদৌস

বাণিজ্যিক কার্যক্রম

সকাল

৯-৩০ যখন আমার পথ ফুরালো:
জাতীয় কবি কাজী
নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী
উপলক্ষ্যে গ্রন্থনাবদ্ধ সংগীতানুষ্ঠান
গ্রন্থনা: আজহারুল ইসলাম রনি
উপস্থাপনা: ফাতেমা জেবুন্নেছা মুনিয়া
ও আজহারুল ইসলাম রনি
প্রযোজনা: হরবিলাস রায়

বিকেল

৩-০০ পদ্ম গোখরো: জাতীয় কবি কাজী
নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী
উপলক্ষ্যে বিশেষ নাটক
বেতার নাট্যরূপ: কাজী আসাদ
প্রযোজনা: আবু নওশের

৪-৩০ প্রেরণায় নজরুল: জাতীয় কবি কাজী
নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী
উপলক্ষ্যে বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. গান: কেন কাঁদে পরাণ:
নিলুফার ইয়াসমিন
খ. প্রতিবেদন:
নজরুল সঙ্গীতে দেশপ্রেম:
সুজিত মুস্তফা
গ. গান: একি অপরূপ রূপে মা
তোমার হেরেনু: অদিতি মহসীন
ঘ. কবিতা আবৃত্তি:
অভিশাপ: লাল্টু হোসাইন
ঙ. গান: আমায় নহে গো ভালোবাসো:
শবনম মুস্তারি
গ্রন্থনা: মো: শাহিনুর রহমান
উপস্থাপনা: কারহানা খান পূরবী ও
মো: শাহিনুর রহমান
প্রযোজনা: হরবিলাস রায়

ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিস

বেলা

১-৩০ মহাকালের কোলে এসে:
নজরুলের গান ও কবিতা নিয়ে
বিশেষ গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
কবিতা আবৃত্তি: পথহারা:
লাল্টু হোসাইন
অবেলার ডাক:
ভাস্বর বন্দ্যোপাধ্যায়
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
শেলিনা আক্তার শেলী
প্রযোজনা: ফারজানা

২-০০ জাতীয় কবি কাজী
নজরুল ইসলামের
জীবনী অবলম্বনে নাটক:
গোধূলীর কৃষ্ণচূড়া
রচনায়:
এবিএম মাহবুবুর রহমান
প্রযোজনা: নাসিমা বেগম

২-৩০ আমারে দেব না ভুলিতে:
জাতীয় কবি কাজী
নজরুল ইসলামের
মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণে :
অধ্যাপক ড. রশীদুননবী,
খাইরুল আনাম শাকিল,
সঞ্চালনা: ফালগুনী মজুমদার
প্রযোজনা:
মো: সারোয়ার মোর্শেদ

২-৫০ নজরুল সঙ্গীত